

সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়ের পদ্ধতি

সাথে আরো আছে

(ওয়ুর পদ্ধতির সহজ বর্ণনা)

এবং

(ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহের সহজ বর্ণনা)

রচনায়

প্রফেসর ড. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খলিল

শরিয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক
আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়।

(মসজিদে পাঠের উপযুক্ত)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তায়ালা দুরুদ, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর:

এটি আমার কিতাব (সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়ের পদ্ধতি) এর নতুন সংস্করণ।

এর শুরুতে আমি নিয়ে এসেছিঃ

(ওযুর পদ্ধতির সহজ বর্ণনা) এবং (ওযু ভঙ্গের কারণসমূহের সহজ বর্ণনা) নামক দুটি অধ্যায় যেন সালাত বিষয়ক সকল আলোচনা একই স্থানে পাওয়া যায়।

দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত দিয়ে আমাদেরকে এই কিতাব দ্বারা উপকৃত করেন এবং কিতাবটিকে উত্তমভাবে কবুল করেন।

আর আল্লাহ তায়ালা দুরুদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সাহাবীদের প্রতি।

লেখক/

ড. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খলিল

১৫/৩/১৪৪১ হিজরী

ভূমিকা

ওয়ুর পদ্ধতির সহজ বর্ণনা ও ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহের সহজ বর্ণনা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তায়ালা দুর্গুদ, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর:

আমি সালাতের পদ্ধতি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব প্রকাশ করেছি। পরবর্তীতে এই কিতাবের শুরুতে (ওয়ুর পদ্ধতি) ও (ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহ) বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ও সহজ আলোচনা সংযুক্ত করতে কিছু সম্মানিত ব্যক্তি আমার নিকট প্রস্তাব পেশ করেছেন। আমার নিকট প্রস্তাবটি খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে; কেননা ওয়ুর পদ্ধতি ও তা ভঙ্গের কারণসমূহ সালাতের পদ্ধতির পূর্বে আলোচনা করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

ওয়ুর পদ্ধতি ও ওয়ু ভঙ্গের কারণ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা- মতভেদ, দলিল ও প্রাধান্য উল্লেখ পূর্বক-তিনটি কিতাবে পেশ করেছি:

একঃ শরহু যাদিল মুসতাকনী।

দুইঃ শরহু বুলুগুল মারাম।

তিনঃ আত-তাওয়ীহুল মুকনী শরহু রওয়ুল মুরবী।

এখানে কয়েকটি পাতায় সেই গবেষণার সারমর্ম আলোচিত হয়েছে।

আমি এই সারমর্মে উল্লেখ করবঃ

১- (ওয়ুর পদ্ধতি ও ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহ) বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য মত।

২- সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্তভাবে ধারাবাহিক প্যারায়।

ক্ষমতাপূর্ণ মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এই কিতাবটি কবুল করে নেন এবং এটা যেন একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়।

(ওযুর পদ্ধতির সহজ বর্ণনা)

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ওযুর পদ্ধতি শেখা ওয়াজীব হওয়ার বিষয়ে উলামাদের মাঝে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্যতম হল ওযু।

ইসলামী শরিয়তে ওযুর অসংখ্য ফযিলত রয়েছে, তন্মধ্যে হাদিসসমূহে সর্বাধিক বর্ণিত ফযিলত হল ওযুকরীর পাপমোচন: যেমনটি আবু হুরায়রা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন: (আমি কি তোমাদের এমন কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত তথা জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্ত প্রতিরক্ষার মত। এটাই হল রিবাত।), সহীহ মুসলিম, ২৫১।

যখন কোন মুসলিম ওযু করার মনস্থ করবে তখন আল্লাহ তায়ালা সাহায্য প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ওযু করবে:

- ১- ওযুর নিয়ত করবে। কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রত্যেক কাজের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।)
- ২- অতপর উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করবে। এটি মুস্তাহাব।
- ৩- অতপর কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে। এরূপ একবার করা ওয়াজীব, তিনবার করা মুস্তাহাব।
- ৪- এব অঞ্জলি পানি দিয়ে এক সাথে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।
- ৫- চার ইমামের সর্বসম্মত মত হল, ডান হাত দ্বারা মুখে পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়া মুস্তাহাব।
- ৬- অতপর মুখমণ্ডল ধৌত করবে। একবার ধৌত করা ওয়াজীব আর তিনবার ধৌত করা মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন: [হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নিবে।]

৭- লম্বালম্বিভাবে মুখমণ্ডলের যে অংশটুকু ধোয়া ওয়াজীব তার সীমারেখা হল: সাধারণত মাথার চুল গজানোর স্বাভাবিক জায়গা থেকে শুরু করে দুই চোয়ালের হাড় ও থুতনির নিচ পর্যন্ত। এই সীমারেখার বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮- আড়াআড়িভাবে মুখমণ্ডলের যে অংশটুকু ধোয়া ওয়াজীব তার সীমারেখা হল: মুখমণ্ডলের এক পাশের কান থেকে ভিন্ন পাশের কান পর্যন্ত। এই সীমারেখার উপর চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে।

৯- আর মুখমণ্ডলে যদি এমন পাতলা দাড়ি থাকে যার কারণে চামড়া দেখা যায় তাহলে চামড়া ও দাড়ি ধৌত করা আবশ্যিক। যেহেতু চামড়া দৃশ্যমান তাই তা ধৌত করা আবশ্যিক এবং তার সাথে দাড়ি ধৌত করাও আবশ্যিক কেননা তা ধৌতকরার ফরজ স্থানেই রয়েছে। আর এবিষয়ে চার মাযহাবই একমত।

১০- আর যদি মুখে ঘন দাড়ি থাকে তাহলে তার বাহ্যিক অংশ ধৌত করা আবশ্যিক যেটুকু মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে রয়েছে। তবে যে অংশ মুখমণ্ডলের সীমার বাইরে আছে তা ধৌত করা আবশ্যিক নয়।

১১-অতঃপর কনুই সহ দুই হাত ধৌত করবে। মহান আল্লাহ বলেন: [এবং তোমাদের হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে।] একবার ধোয়া ওয়াজীব এবং তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব।

১২- অতঃপর দুই কান সহ সম্পূর্ণ মাথা পানি দ্বারা একবার মাসাহ করা ওয়াজীব। মহান আল্লাহ বলেন: [এবং তোমাদের মাথায় মাসাহ কর।] সম্পূর্ণ আবশ্যিকীয় অংশ (তথা সাধারণত মাথার চুল গজানোর স্বাভাবিক জায়গা থেকে শুরু করে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত)।

১৩- সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বানদের মতে দুই কান সহ মাথা একাধিকবার মাসাহ করা মুস্তাহাব নয়।

১৪- মাথা মাসাহ করার সুন্নাত পদ্ধতি হল; দুই হাত মাথার সম্মুখভাগ থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে অতঃপর উভয় হাতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ঐ স্থানে যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিল: কেননা আব্দুল্লাহ বিন যায়দ রাঃ এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাঃ মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে পেছনের

অংশ পর্যন্ত নিয়ে যান। আবার হাত ফিরিয়ে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত।

১৫- অতঃপর দুই কানের ছিদ্রে শাহাদাত আঙ্গুল প্রবেশ করাবে এবং উভয় কানের বাহিরের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসাহ করবে।

১৬- অতঃপর টাখনু সহ দুই পা ধৌত করবে। আর টাখনু হল, পায়ের নলার নিচের অংশে উভয় পার্শ্বের স্ফীত দুই হাড়। মহান আল্লাহ বলেন: [এবং পায়ের টাখনু সহ ধুয়ে নিবে।] একবার ধোয়া ওয়াজীব আর তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব।

ওয়াজীব অংশ পূর্ণরূপে ধোয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকবে। কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (পায়ের গোড়ালিগুলোর শুষ্কতার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম, আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত। ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: (এক ব্যক্তি ওয়ু করতে তার পায়ের উপর নখ সমপরিমান অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী সাঃ বললেন, যাও, আবার ভালভাবে ওয়ু করে আসো। লোকটি ফিরে গেল। তারপর পুনরায় ওয়ু করে সালাত আদায় করল।) সহীহ মুসলিম।

১৭- (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়ুর ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ওয়ুর আয়াতে যেভাবে এসেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে ক্রমানুসারে ধোয়া এবং এক অঙ্গকে অন্য অঙ্গের পূর্বে না ধোয়া। যেমন দুই হাত ধোয়ার পূর্বে উভয় পা ধোয়া; এরূপ না করা।

১৮- মুয়ালাত বা অবিচ্ছিন্নতা ওয়ুর ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মুয়ালাত বা অবিচ্ছিন্নতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল: কোন একটি অঙ্গ ধুতে এত পরিমান বিলম্ব করা যে পূর্বে ধৌত করা অঙ্গ শুকিয়ে যায়। সুতরাং দুই হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে এমন বিলম্ব না করা যাতে মুখ শুকিয়ে যায়।

১৯- ওয়ুর শেষে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা: (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ) অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এ মর্মে ওমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওয়ু করে এ দোয়া পড়বে-“আশহাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া

রাসূলুহ”তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: উপরের হাদিসের মতই বর্ণনা তবে তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি ওয়ু করল তারপর বললঃ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুল্লাহু ওয়া রাসূলুহ)।সহীহ মুসলিম।

উম্মতে মুহাম্মাদীকে কিয়ামতের দিন ওয়ুর অঙ্গের আলামতের মাধ্যমে চেনা যাবে যেমনটি আবু হুরাইরা রাঃ কর্তৃত বর্ণিত হাদিসে এসেছে। নুয়াইম আল-মুজমার বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাঃ এর সাথে মসজিদের উপর উঠলাম। তিনি ওয়ু করলেন অতঃপর বললেনঃ আমি নবী সাঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওয়ুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে সে যেন তা করে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

হুয়াইফা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমার হাউয আদন থেকে আইলার যত দূরত্ব তার চেয়েও বড় হবে। সেই সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি সেই হাউয থেকে অন্যান্য লোকজনকে দূর করে দিব যেমনিভাবে লোকে অপরিচিত উটকে তার হাউয থেকে দূর করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, তোমরা আমার কাছে এই অবস্থায় আসবে যে ওয়ুর কারণে তোমাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং তোমাদের হাত-পা ঝলমল করতে থাকবে। তোমাদের ছাড়া আর কারো এরকম হবে না।

আবু হুরাইরা রাঃ অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের এমন আলামত হবে যা অন্য কোন জাতির হবে না। আর তা হল তোমরা আমার নিকট ওয়ুর প্রভাবে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত-পা নিয়ে আসবে। সহীহ মুসলিম।

সমাপ্ত

ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহের সহজ বর্ণনা

ওযু ভঙ্গের কারণ চারটিঃ

এক: উভয় রাস্তা হতে কিছু নির্গত হওয়া, অল্প-বেশী যাইহোক না কেন। যেমনঃ প্রসাব-পায়খানা ইত্যাদি। দলিল: মহান আল্লাহ বলেনঃ [যদি তোমাদের কেউ টয়লেট থেকে আসে।]

তবে উভয় রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ হতে কিছু-যেমনঃ বমি, রক্ত, নাকের রক্ত ইত্যাদি- বের হলে ওযু ভঙ্গ হবে না। তবে ওযু করা মুস্তাহাব।

দুই: বেহুশ বা ঘুমের কারণে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়া।

ওযু ভঙ্গকারী ঘুমের মানদণ্ড হল: গভীর ঘুম যার কারণে ঘুমন্তব্যক্তি তার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।

দলিলঃ সফওয়ান বিন আস্‌সালের হাদিস, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ আমাদেরকে সফরে থাকাকালীন নির্দেশ দিতেন, জানাবাত ব্যতীত পায়খানা-প্রসাব বা ঘুমের কারণে আমরা যেন তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি। নাসায়ী, তিরমিযি, হাদিসের সনদ সহীহ।

তিন: পুরুষ বা নারী কর্তৃক তাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। দলিল: আমরা বিন শূআইব তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাঃ বলেছেন: যে লোক ওযু করার পর নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে সে যেন পুনরায় ওযু করে এবং যে মহিলা ওযু করার পর নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সেও যেন পুনরায় ওযু করে। মুসনাদে আহমদ, ইমাম বুখারী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

- তবে কোন পুরুষ যদি নারীকে স্পর্শ তাহলে ওযু ভঙ্গ হবে না। যদি উদ্বেজনা বশত নারীকে স্পর্শ করার পর সতর্কতা স্বরূপ ওযু করে নেয় তাহলে তা উত্তম।

চার: উটের গোশত খাওয়া, অনুরূপভাবে তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাওয়া। যেমনঃ কলিজা, হৃদপিণ্ড, প্লীহা, ভুঁড়ি, চর্বি, ইত্যাদি।

- উটের গোশতের ঝোল খেলে ওযু ভঙ্গ হবে না। তবে ঝোলের সাথে যদি মাংসের ছোট টুকরাও খেয়ে ফেলে তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।
- তবে উটের দুধ খেলে কোন অবস্থাতেই ওযু ভঙ্গ হবে না।

উটের গোশত খেলে ওয়ু ভঙ্গ হওয়ার দলিল হল জাবের বিন সামুরা রাঃ এর বর্ণিত হাদীস। (এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করল, আমি ছাগলের গোশত খেয়ে ওয়ু করব কি? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে ওয়ু কর, ইচ্ছা না হলে ওয়ু করো না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি উটের গোশত খেয়ে ওয়ু করব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি উটের গোশত খেয়ে ওয়ু করবে।) সহীহ মুসলিম। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেন: এ বিষয়ে দু'টি সহীহ হাদীস রয়েছে, একটি বারা বিন আযেব রাঃ হতে ও অপরিষ্কার জাবের বিন সামুরা রাঃ হতে।

সমাপ্ত।

সালাতের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি কিতাবের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

অতঃপর:

সালাতের পদ্ধতি বিষয়ে আমি একটি কিতাব লিখেছি-যাতে ফকিহদের মতামত ও দলিল উল্লেখের পর সেগুলোর পর্যালোচনা করেছি। শেষে প্রত্যেক মাসয়ালায় দলিল অনুযায়ী আমার নিকট প্রতীয়মান শক্তিশালী ও নিকটবর্তী মতকে প্রাধান্য দিয়েছি।

কিছু সম্মানিত ব্যক্তি আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছেন এই কিতাবটির সারমর্ম এমনভাবে লিখি যে- সহজ ও ধারাবাহিকভাবে সালাতের পদ্ধতির আলোচনা করব: যেখানে ফকিহদের মতামত আলোচিত হবে না, বরং হাদিস অনুযায়ী প্রাণিধানযোগ্য মতই আলোচনা করা হবে। আমার কাছে প্রস্তাবটি মনে হয়েছে উপযুক্ত ও উপকারী ইন শা আল্লাহ। এর ভিত্তিতেই এই সারমর্ম কিতাবটি লিখেছি এবং এটিকে সহজ ভাষায় বিন্যাস্ত করেছি।

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যাশা করি, তিনি এই কিতাব দ্বারা উপকৃত করেন ও কিতাবটি কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও অনুগ্রহকারী।

লেখক/ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খলিল

২৩/সফর/১৪৪০হিজরী.

সালাত আদায়ের পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বারোপ

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূল সাঃ মসজিদের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে সালাম করল। নবী সাঃ বললেন “ওয়া আলাইকাস সালাম”; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে আবার সালাম করল। তিনি বললেন “ওয়া আলাইকাস সালাম”; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে আবার সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বলল: ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন।

তিনি বললেন: যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি ওয়ু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকু করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সালাতের সকল কাজ সম্পন্ন করবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম।^(১)

সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা

ওয়ু করাঃ

যখন কোন মুসলিম সালাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন সে যদি ওয়ু অবস্থায় না থাকে তাহলে সালাত আদায়ের জন্য ওয়ু করা তার উপর ওয়াজীব। মহান আল্লাহ বলেন: [হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে বা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন

(১) সহীহ বুখারী (৬২৫১), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।] সূরা আল-মায়েরা: ০৬।

❖ চার মাযহাবের ঐক্যমতে প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতের জন্য ওয়ু নবায়ন করা মুস্তাহাব।

(ওয়ু নবায়ন করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হল: কোন ব্যক্তি পূর্ব থেকে ওয়ু অবস্থায় থেকেও সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে পুনরায় ওয়ু করবে; যদিও তার ওয়ু না ভাঙ্গে। কেননা নবী সাঃ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি প্রত্যেক সালাতের সময় ওয়ু করতেন। সহীহ বুখারী^(১)।

ওয়ু নবায়ন করা মুস্তাহাব শর্তারোপের ক্ষেত্রে ফকীহগণ তিনটি মত পোষণ করেছেন; তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হল - যে ব্যক্তি পূর্বের ওয়ুতে একবার সালাত আদায় করেছে তার জন্য ওয়ু নবায়ন করা মুস্তাহাব।

সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করা:

- ❖ ফরজ সালাত আদায়ের মনস্থ করলে ধীরস্থিরতা ও গাভীর্যতা বজায় রেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।
- ❖ অতঃপর তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত আদায় করবে। কেননা আবু কাতাদা আল-আনসারী রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত সালাত আদায় করার আগে বসবে না।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম^(২)।
- ❖ অতঃপর বসে সালাতের ইকামতের অপেক্ষা করবে এবং যিকির অথবা কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকবে। যতক্ষণ সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করবে ততক্ষণ সে সালাতরত রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যেমনটি আবু হুরায়রা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার

(১) সহীহ বুখারী (২১৪)।

(২) সহীহ বুখারী (১১৬৩), সহীহ মুসলিম (৭১৪)।

সালাতের স্থানে থাকে তার ওয়ু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশতাগণ এ বলে দোয়া করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে সালাতরত আছে বলে গণ্য হবে।) সহীহ বুখারী^(১)।

- ❖ আর মুয়াজ্জিন যদি মসজিদে ইমামের অনুপস্থিতিতে সালাতের জন্য ইকামত দেয় তাহলে এমতাবস্থায় মুসল্লিগণ সালাতের জন্য দাঁড়াবে না যতক্ষণ না ইমামকে দেখবে।
- ❖ ইমাম মসজিদে উপস্থিত থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জিন সালাতের জন্য ইকামত দিলে মুসল্লিদের সালাতের জন্য দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তে নির্ধারিত কোন সময়সীমা নেই। বরং এটি মুসল্লিদের অবস্থার প্রেক্ষিতে দাঁড়ানোর সময় ভিন্ন ভিন্ন হবে। মুসল্লী দুর্বল হলে তার জন্য আগে আগে দাঁড়ান শরীয়ত সম্মত; যেন সে তাকবীরে তাহরীমা ধরতে পারে। পক্ষান্তরে মুসল্লী শক্তিশালী হলে (ইকামত শোনার সাথে সাথে না দাঁড়িয়ে) বিলম্ব করে দাঁড়ালে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে (স্বল্পতম সময়ে) দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা ধরতে সক্ষম।
- ❖ ইমামের উপর ওয়াজিব হল (মুসল্লীদের) কাতার সোজা করা। কাতার সোজা হিসেবে গণ্য হবে তখন, যখন তা একই পদ্ধতিতে বরাবর হবে এবং কাতারে পরস্পরে এমনভাবে মিলে মিশে দাঁড়াবে যেন তাতে কোন ফাঁক না থাকে।

সালাতের জন্য নিয়ত করা:

ফরজ সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ফরজ সালাতের নিয়ত করা শর্ত। আর এটি প্রত্যেক মুসল্লীর স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হয়। কেননা যখন সে সালাতের জন্য বের হয় তখন সে ফরজ সালাতের নিয়ত করেই বের হয়।

(১) সহীহ বুখারী (৬৫৯)।

ইবনু কুদামাহ রহঃ বলেন: “সালাতের জন্য নিয়ত ওয়াজীব হওয়ার বিষয়ে উম্মতের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আর নিয়ত ব্যতীত সালাত সম্পন্ন হয় না”^(১)।

সালাত শুরু করা

তাকবীরে তাহরীমা

- ❖ তাকবীরে তাহরীমা বলা সালাতের অন্যতম রুকন। বেখেয়ালে, অজ্ঞাতবশত অথবা ইচ্ছাকৃত কোনভাবেই তাকবীরে তাহরীমা বাদ পড়বে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: [আর আপনার রবের (তাকবীর বা) বড়ত্ব ঘোষণা করুন।] সূরা আল-মুদাসসির: ০৩। রাসূল সাঃ বলেছেন: (যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে।)
- ❖ শুরুতে “আল্লাহু আকবার” বলা ব্যতীত সালাত সম্পাদিত হবে না এবং এই বাক্য ছাড়া অন্য বাক্য (দিয়ে সালাত শুরু করলে তা) যথেষ্ট হবে না।
- ❖ (আল্লাহু আকবার) অর্থ হল: সবার চেয়ে বড় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রশংসা, মহিমা বর্ণনা ও সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত তাঁকে স্মরণ করা অপেক্ষা তিনি মহত্তর। (অর্থাৎ প্রশংসা ও সম্মানের সহিত স্মরণের যোগ্য সবচেয়ে বড় এবং মহত্তম সত্তা)।
- ❖ ফরজ সালাতে পূর্ণাঙ্গরূপে দাঁড়িয়ে তাকবীর পাঠ করবে। এছাড়া তাকবীর পাঠ সম্পাদিত হবে না।
- ❖ যিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার মনস্থ করেছেন তার জন্য দুই হাত উঠান সুনাত। তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করা প্রমাণিত সুনাত ফকীহদের ঐক্যমতে।
- ❖ দুই হাত উত্তোলনের সঙ্গে মিলিয়ে তাকবীর বলা সুনাত। অর্থাৎ একই সময়ে তাকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত উত্তোলন করা। একটা অন্যটার আগে পরে নয়।

(১) আল-মুগনী, ইবনু কুদামা: (২/১৩২)।

- ❖ ‘তাকবীরে তাহরীমার জন্য দুই হাত উত্তোলনের সময় হাতের আঙ্গুল থাকবে একে অপরের সাথে মিলিত এবং সোজা। কেননা এ অবস্থাটি আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখা বা গোটানো অপেক্ষা একাগ্রতা ও বিনম্রতার অধিক কাছাকাছি।
- ❖ সালাত আদায়কারী যখন তাকবীরে তারীমার জন্য হাত উঠাবে তখন তার স্বাধীনতা রয়েছে কখনো কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলনের কখনো বা কান বরাবর হাত উত্তোলনের। তবে কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন কান বরাবর হাত উত্তোলন অপেক্ষা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ❖ নারীরা সালাতে পুরুষদের ন্যায় তাদের দুই হাত উত্তোলন করবে। কিছু উলামাদের মতে নারীরা পুরুষের ন্যায় হাত উত্তোলন করবে না বরং তুলনামূলক কম উচ্চতায় হাত উত্তোলন করবে।
- ❖ তাকবীরে তাহরীমা উচ্চ-আওয়াজে বলা ইমামের জন্য ওয়াজীব। কেননা কাঙ্ক্ষিত পন্থায় ইমামের ইজ্জেদা ও অনুসরণ অর্জিত হবে কেবলমাত্র মুসল্লিদের শুনিয়ে উচ্চ-আওয়াজে তাকবীর বলার মাধ্যমে।

কিয়াম করা ও কিরাত পাঠ করা

কিয়াম করা:

- ❖ ফরজ সালাতে দণ্ডায়মান হওয়া অন্যতম একটি রুকন এবং এটি ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এর পক্ষে দলিল হল কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা।
- ❖ তবে নফল সালাতে মুসল্লীর দণ্ডায়মান হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে আদায় করা জায়েজ। যদিও মুসল্লী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে ইজ্জেদা করে, যেমন: তারাবীর সালাত।
- ❖ আর মুসল্লী যদি ফরজ সালাতে দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তাহলে এই রুকনটি তার অক্ষমতার দরুন তার জন্য রহিত হয়ে যাবে। দলিল: মহান আল্লাহ বলেন: [সুতরাং তোমরা যথসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।] সূরা আত-তাগাবুন: ১৬। রাসূল

সাঃ বলেছেন: (আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত তা তোমরা পালন কর।)^(১)

- ❖ দাঁড়িয়ে বা বসে সালাত আদায়ের মাসআলায় রাসূল সাঃ থেকে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন: (দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি দাঁড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হও তবে বসে সালাত আদায় কর। যদি বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হও তাহলে শুয়ে কাত হয়ে সালাত আদায় কর।)^(২)
- ❖ অক্ষমতার মানদণ্ড হল: অসুস্থতা কিংবা অন্যান্য কারণে দণ্ডায়মান হওয়ার ফলে যদি মুসল্লীর খুশু-খুযু চলে যায় -অর্থাৎ সালাতে যথাযথভাবে খুশু-খুযু অবলম্বন করতে না পারে- তাহলে তখন তার জন্য বসে সালাত আদায় করা জায়েয।
- ❖ দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরজ সালাত স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আদায় করা শর্ত। সুতরাং কেউ যদি লাঠি, দেয়াল কিংবা অন্য কিছু উপর কোনরূপ ওজর ছাড়া এমনভাবে ঠেস দেয় যে, সেটি সরে গেলে পড়ে যাবে; তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না।

কিয়ামরত অবস্থায় হাত বাঁধার স্থান:

- ❖ দণ্ডায়মান অবস্থায় মুসল্লীর জন্য হাত বাঁধা সূনাত। যদি দু'হাত ছেড়ে দেয় তাহলে সে সূনাতের বিপরীত কাজ করল। দলিল: সাহল বিন সাদ আস-সায়েদী রাঃ বলেন: (লোকদের নির্দেশ দেয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।)^(৩) অনুরূপ বর্ণনা ওয়ায়েল বিন হুজর রাঃ এর হাদিসে এসেছে, (নিশ্চয় নবী সাঃ সালাতে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন।)^(৪)
- ❖ সূনাত প্রমাণ করছে যে, ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কজি ধরবে। ডান হাতকে যদি কখনো বাম হাতের উপর বিছিয়ে দেয়; এতে কোন অসুবিধা নেই।

(১) সহীহ বুখারী (৭২৮৮), সহীহ মুসলিম (১৩৩৭) আবু হুরায়রা রাঃ হতে।

(২) পূর্বে হাদিসটির তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) সহীহ বুখারী (৭৪০)।

(৪) সহীহ মুসলিম।

- ❖ মুসল্লী নাভীর নিচে বা উপরে যেখানে ইচ্ছা হাত রাখতে পারবে, এক্ষেত্রে সে স্বাধীন। কেনন হাত রাখার নির্দিষ্ট স্থান বিষয়ে বিশুদ্ধ কোন হাদিস নেই। এ জন্য ইবনুল মুনযির রহঃ বলেন: “হাত বাঁধার স্থানের বিষয়ে নবী সাঃ থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নয়। (নাভীর উপরে বা নিচে হাত বাঁধার) ব্যাপারে মুসল্লী স্বাধীন”। ইমাম তিরমিযি তার জামে তিরমিযি গ্রন্থে বলেন: “কারো মতে মুসল্লী উভয় হাত নাভীর উপরে রাখবে, আবার কারো মতে নাভীর নিচে, তাদের সকলের নিকট বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে”।
- ❖ বুকের নিচে পেট ও সীনার মধ্যবর্তী স্থানে উভয় হাত রাখাটা কখনো কখনো খুশু-খুয়ুর অধিক নিকটবর্তী হতে পারে।
- ❖ তবে বুকের উপর হাত রাখাকে ইমাম আহমদ রহঃ অপছন্দ করেছেন। কেননা এই বিষয়টি বর্ণিত হয় নি। কেননা এর মাঝে এক প্রকার অতিরঞ্জন রয়েছে।

সালাতে দৃষ্টি দেয়ার স্থান:

- ❖ সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় মুসল্লী সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। যদি সে সাজদার স্থান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে উপরে নিবদ্ধ রাখে তাহলে সে সূন্যাহর বিপরীত কাজ করল। আর দৃষ্টি আসমানের দিকে দিলে সে হারাম কাজ করল।
- ❖ দুই সাজদার মধ্যবর্তী অথবা তাশাহুদের জন্য বসা অবস্থায় (দৃষ্টি কোথায় রাখবে সে ব্যাপারে):
 - কতক ফকীহগণের মত হল, মুসল্লী সালাতের সকল অবস্থায় সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে।
 - আর কারো মতে তাশাহুদের সময় মুসল্লী তার আগুলের দিকে দৃষ্টি দিবে।

এ বিষয়ে শরীয়তে প্রশস্ততা রয়েছে। কেননা এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কোন হাদিস নেই।

সালাত সূচনার দোয়া (ছানা):

- ❖ অতঃপর মুসল্লী সূচনা দোয়া (ছানা) পড়বে। এটি পড়া মুস্তাহাব ও সূন্যাহ।
- ❖ হাদিসে অনেকগুলো সূচনা দোয়া (ছানা) বর্ণিত হয়েছে, যার সবগুলো পড়া জায়েয। তবে উত্তম হল ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত ছানাটি বেশি পড়া সহ সকল

ছানাগুলোর উপর মাঝে মাঝে আমল করা। আর ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত ছানা পড়া ইমাম আহমদ সহ অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ রহঃ বলেন: “অধিকাংশ সালাফগণ এটি (ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত ছানা) দ্বারা তাদের সালাত শুরু করতেন”।^(১)

নিম্নে সালাতের শুরুতে পঠিতব্য কয়েক ধরনের ছানা উল্লেখ করা হল:

১- সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর বিন খাত্তাব রাঃ এই বাক্যগুলো সরবে পাঠ করতেন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তোমারই প্রশংসা করি। তোমার নাম বড়ই বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই।

হাদিসটি যদিও ওমর রাঃ এর বক্তব্য (মাওকুফ) হিসেবে বর্ণিত, তবে এটি মারফুর হুকুম তথা রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত হিসেবে গণ্য করা হবে।

২- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন, এ সময় আমি বলি:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَفِّئْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْفَى الثُّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যে রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ শুভ বস্ত্রকে

(১) মাজমূউল ফাতাওয়া (২২/৪৯৪)।

যে রূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক-সাফ করুন। আমার অপরাধসমূহ পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।

৩- সহীহ মুসলিমে আলী ইবনু আবি তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন বলতেন:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ সে মহান সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে নিলাম যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তার কোন শরীক নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম বাদশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক আর আমি তোমার বান্দা। আমি নিজে আমার প্রতি যুলুম করেছি। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখাও। তুমি ছাড়া এ পথ আর কেউ দেখাতে সক্ষম নয়। আর আখলাকের মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখ। তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। আমি তোমার সামনে হাজির আছি- তোমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছি। সবরকম কল্যাণের মালিক তুমিই। অকল্যাণের দায়-দায়িত্ব তোমার নয়। আমার সব কামনা-বাসনা তোমার কাছেই কাম্য। আমার শক্তিসামর্থ্যও তোমারই দেয়া। তুমি কল্যাণময়, তুমি মহান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তাওবাহ করছি।

❖ সালাতে ছানা পাঠের শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হল চুপিসারে পাঠ করা; এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ওমর রাঃ সরবে পাঠ করেছিলেন মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। ইমাম ইবনু কুদামা রহঃ বলেন: “ইমাম আহমদ রহঃ বলেছেন, ইমাম ছানা উচ্চস্বরে পাঠ করবে না। এটি সকল বিদ্বানগণের মত। কেননা নবী সাঃ এটি সরবে পাঠ করেন নি। তবে ওমর রাঃ উচ্চস্বরে পাঠ করেছিলেন মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য”।^(১)

ক্বিরাতের পূর্বে ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করা:

❖ আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত; দলিল: মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: [সুতরাং আপনি যখন কুরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।] সূরা আন-নাহল: ৯৮।

❖ সালাত আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাতে ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করা শরীয়তসম্মত। শুধু প্রথম রাকাতে পাঠ করা শরীয়ত অনুমোদিত; বিষয়টি এমন নয়।

❖ আউযুবিল্লাহ পাঠের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে; তন্মধ্যে:

১- ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম’ বলা।

২- ‘আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীমি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম’ বলা।

৩- ‘আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীমি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম, মিন হামজিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী’ বলা।

❖ এ বিষয়ে সঠিক মত হল -ইন শা আল্লাহ- সালাত আদায়কারী যদি উল্লেখিত কোন একটি পদ্ধতিতে ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করে তো আদায় হয়ে যাবে।

তবে আয়াতের দলিল এর ভিত্তিতে আশ্রয়প্রার্থনায় ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম’ অধিকাংশ সময় পাঠ করা মুস্তাহাব।

(১) দেখুন: আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা (২/১৪৫)।

- ❖ সালাত আদায়কারী জন্য ‘আউযুবিল্লাহ’ চুপিসারে পাঠ করা শরয়ীপস্থা; চাই সালাত প্রকাশ্য ফিরাতে হোক বা অপ্রকাশ্য ফিরাতে হোক।

বিসমিল্লাহ পাঠ করা:

- ❖ ‘আউযুবিল্লাহ’ বলার পর এবং সূরা ফাতিহা শুরুর পূর্বে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলা মুসল্লীর জন্য শরীয়তসম্মত। দলিল: আবু হুরায়রা রাঃ এর হাদিস (তিনি সালাত আদায় করলেন এবং ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদের সকলের চেয়ে আমি সালাত এর দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সালাতের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ)।^(১)
- ❖ ‘বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করা শরীয়তসম্মত নয়; কেননা রাসূল সাঃ থেকে তা উচ্চস্বরে পাঠ করা বর্ণিত হয়নি। তবে মানুষকে শিক্ষা দেয়া, সুনাতের প্রচার-প্রসার, মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা ও একতা সৃষ্টি ইত্যাদি কল্যাণের লক্ষ্যে ‘বিসমিল্লাহ’ উচ্চস্বরে পাঠ করা বৈধ। এ মতের পক্ষে ইমাম আহমদ রহঃ সহ অন্য ইমামগণের বক্তব্য রয়েছে।
- ❖ সূরা আন-নামলে উল্লেখিত ‘বিসমিল্লাহ’ কুরআনের আয়াত^(২)। মহান আল্লাহ বলেন: [নিশ্চয় এটা সুলায়মানের কাছ থেকে এবং নিশ্চয় এটা রহমান রহীম আল্লাহর নামে।] সূরা আন-নামল: ৩০।
- ❖ তবে সূরা আল-আনফাল ও সূরা আত-তাওবার মাঝের ‘বিসমিল্লাহ’ কুরআনের আয়াত নয়। এ দুটি স্থান ব্যতিরেখে অন্যান্য স্থানে উল্লেখিত ‘বিসমিল্লাহ’ কুরআনের আয়াত তবে সূরাগুলোর আয়াত নয়। বরং সূরার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ নিয়ে আসা

(১) সুনানে নাসায়ী (৯০৫), হাদিসটি এ রকম: নুয়াইম বিন মুজমির হতে বর্ণিত তিনি বলেন, (আমি আবু হুরায়রা রাঃ এর পিছনে সালাত আদায় করলাম, তিনি ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ পড়লেন অতঃপর সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। এমনকি যখন (غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন ‘আমীন’ বললেন অতঃপর মুসল্লীগণও ‘আমীন’ বললেন। প্রত্যেকবার সাজদা করার সময় তিনি আল্লাহ আকবার বলতেছিলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠলেন তখন আল্লাহ আকবার বললেন। আর যখন সালাম ফেরালেন তখন বললেন: আমি তোমাদের মধ্যে রাসূল সাঃ এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।) বিসমিল্লাহর বর্ণনা ব্যতীত মূল হাদিসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

(২) দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাসির (১/১১৬)।

হয় পূর্বের সূরা থেকে পরবর্তী সূরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা এবং বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে।

সূরা ফাতিহা পাঠ করা

- ❖ ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সালাতের অন্যতম রুকন।
- ❖ জমহূর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাঁদের পরবর্তীদের মত হল: সূরা ফাতিহা সালাতের একটি রুকন এবং এটি ছাড়া সালাত বিশুদ্ধ হবে না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছেড়ে দেয় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। দলিল: উবাদা রাঃ এর হাদিস, রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ল না তার সালাত হল না।)^(১), আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, যার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ সালাত ত্রুটিপূর্ণ।)^(২)
- ❖ কোন মুসলিম যদি সঠিকভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে না পারে তাহলে উলামাদের সর্বসম্মত মত হল, সে সক্ষম হলে সূরা ফাতিহা শেখা তার ওপর ওয়াজীব। কেননা যা ব্যতীত ওয়াজীব পূর্ণ হয়না সেটিও ওয়াজীব।
- ❖ বার্ষিক্য বা অন্য কোন কারণে যদি সূরা ফাতিহা শিখতে সক্ষম না হয় তাহলে:
 - তার উপর সূরা ফাতিহার সমপরিমাণ কুরআনের সাতটি আয়াত পাঠ করা।
 - সে যদি সাতটি আয়াত পাঠেও সক্ষম না হয় তাহলে এই পাঁচটি যিকির করবে: (সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।)

(১) সহীহ বুখারী (৭৫৬), সহীহ মুসলিম (৩৯৪)।

(২) সহীহ মুসলিম (৩৯৫)।

- এ বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে। যে রাকাতগুলোতে প্রকাশ্য কিরাত পাঠ করা হয় সে রাকতেগুলোতে মুক্তাদির ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজীব নয় বরং সে ইমামের কিরাত শুনবে।

চুপিসারে বা উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ:

- ❖ এশা, মাগরিব ও ফজরের সালাতে মুক্তাদিদের কিরাত শুনিয়ে পড়া ইমামের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত। উক্ত সালাতগুলোতে কিরাত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজীব; কেননা নবী সাঃ যেখানে উচ্চস্বরে পড়া প্রয়োজন সেখানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চস্বরে পড়েছেন এবং যেখানে চুপিসারে পড়া প্রয়োজন সেখানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চুপিসারে পড়েছেন। নবী সাঃ এর নিরবিচ্ছিন্ন আমল ওয়াজীব হওয়াকে নির্দেশ করেছে এবং উম্মতের আমলও এর উপর।
- ❖ কিরাত এবং ওয়াজীব যিকির জিহ্বা নাড়িয়ে উচ্চারণ ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। মনে মনে পাঠ করা যথেষ্ট নয়।
- ❖ সালাত আদায়কারী কিরাত উচ্চস্বরে নাকি চুপিসারে পাঠ করবে -এটি ভিন্ন একটি বিষয়; যা ব্যক্তির ইমাম বা একাকী সালাত আদায়কারী বা মুক্তাদি হওয়ার বিষয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন বিধান হবে।
- ❖ ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেন: “সক্ষমতা থাকলে সালাতে কিরাত সহ অন্যান্য ওয়াজীব যিকির জিহ্বা নাড়িয়ে পড়া ওয়াজীব”।^(১)
- ❖ যোহর এবং আসরের সালাতে কিরাত চুপিসারে হওয়াই মূলনীতি। তবে কখনো কখনো চুপিসারে কিরাতের সালাতে কিরাতের কিছু অংশ উচ্চস্বরে পড়া মুস্তাহাব। যেমন ইমাম এক আয়াত বা দুই আয়াত বা ততোধিক আয়াত মুক্তাদিরকে শুনিয়ে পড়বে। এর দ্বারা সম্ভবত উদ্দেশ্য হল, অমনোযোগী মুক্তাদিদেরকে সতর্ক করা। অথবা এক্ষেত্রে অন্য কোন হিকমত থাকতে পারে।
- ❖ এর দলিল: আবু কাতাদা রাঃ বলেন: (রাসূল সাঃ আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা আল-

(১) দেখুন: মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল-মাসরিয়া (পৃষ্ঠা: ৪৩)।

ফাতিহা এবং এর সাথে আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন। কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। প্রথম রাকাত লম্বা করতেন এবং শেষের দু'রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।^(১)

- ❖ উচ্চস্বরে কিরাতের সালাতে মুক্তাদি যদি ইমামের কিরাত শুনতে পায় তাহলে সে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পাঠ করবে না বরং ইমামের কিরাত মনোযোগ সহকারে শুনবে। এ বিধান প্রত্যেক উচ্চস্বরে কিরাতের সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; চাই ফজর, এশা ও মাগরিবের সালাতের ন্যায় ফরজ সালাত হোক বা তারািবির ন্যায় নফল সালাত হোক। এটি জমহুর উলামাদের মত; কেননা 'উচ্চস্বরে কিরাত পাঠের উদ্দেশ্য হল মুক্তাদিদের শোনানো' -যেমনটি ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেছেন।^(২) আর যদি মুক্তাদি ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করে তাহলে সে শোনা থেকে পাঠে মগ্ন হয়ে পড়বে।

সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমীন বলা:

- ❖ উলামাদের ঐক্যমতে একাকী সালাত আদায়কারী ও মুক্তাদির জন্য 'আমীন' বলা সুন্নাত। একাকী সালাত আদায়কারী 'আমীন' বলবে সূরা ফাতিহা শেষ করে এবং মুক্তাদি 'আমীন' বলবে ইমামের কিরাত শেষ হলে।
- ❖ সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে ইমামের জন্য 'আমীন' বলাও শরীয়তে অনুমোদিত।
- ❖ ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে। শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হল, ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে একই সময়ে 'আমীন' বলবে। সুতরাং ইমাম যখন "ওয়াল্লাদ দোয়াল্লীন" বলবে, তখন ইমাম ও মুক্তাদি বলবে: 'আমীন'।
- ❖ জোরে আমীন বলার দলিল হল আবু হুরায়রা রাঃ এর হাদিস, তিনি বলেন নবী সাঃ বলেছেন: (ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) দেখুন মাজমূউল ফাতাওয়া (২৩/২৮৭)।

যার আমীন বলা ও ফেরেশতাদের আমীন বলা এক হয়, তার পূর্বের সব গোনাহ করে দেয়া হয়।)^(১)

- ❖ “মুক্তাদির সশব্দে আমীন বলা” শিরোনামে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করছেন। অতঃপর তিনি রাসূল সাঃ এর হাদিস এনেছেন: (যখন ইমাম বলবে “গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন”, তখন তোমরা বলবে: ‘আমীন’।)
- ❖ ইবনু তায়মিয়া রহঃ বলেন: “এ সবগুলো হাদিস হল নবী সাঃ সশব্দে ‘আমীন’ বলতেন -এর দলিল। তিনি মুক্তাদিদেরকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এর বাহ্যিক দিক হল তারা ইমামের অনুরূপ সশব্দে ‘আমীন’ বলতেন। কেননা মুক্তাদিদের ক্ষেত্রে আমীন বলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ; যেহেতু তাদের ‘আমীন’ বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইমাম যদি সশব্দে ‘আমীন’ বলে তাহলে মুক্তাদির সশব্দে বলাটা আরো উপযুক্ত। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। আর এ জন্যই নবী সাঃ এর সাহাবীগণ সশব্দের নির্দেশ দ্বারা জোরে আমীন বলাকেই বুঝেছিলেন এবং এ বিষয়ের উপর তাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসহাক বিন রাহুইয়া রহঃ আত্ফা রহঃ থেকে বর্ণনা করেন, আত্ফা রহঃ বলেছেন: আমি নবী সাঃ এর দুইশত সাহাবীকে পেয়েছি যাদেরকে ইমাম ‘ওয়ালাদ দল্লীন’ বলার পর সশব্দে আমীন বলতে শুনেছি। ইকরিমা রহঃ বলেন: আমি এই মসজিদে মুসল্লীদেরকে সশব্দে আমীন বলতে শুনেছি। ইসহাক রহঃ বলেন: নবী সাঃ এর সাহাবীগণ উচ্চস্বরে আমীন বলতেন যাতে মসজিদে কম্পন শোনা যেত”।^(২)

সূরা ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা পাঠ করা:

- ❖ সূরা ফাতিহা পাঠের পর শুধু প্রথম দুই রাকাতে মুসল্লীর যে কোন সূরা পাঠ করা সুন্নাত।
- ❖ এই সূরা পাঠের দলিল হল: নবী সাঃ থেকে মশহুর সূত্রে বর্ণিত যে তিনি এরূপ করতেন, অর্থাৎ তিনি শুধু প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা পড়তেন। আবু কাতাদা রাঃ এর হাদিস (রাসূল সাঃ আমাদের নিয়ে সালাত আদায়

(১) সহীহ বুখারী (৭৮০), সহীহ মুসলিম (৪১০)।

(২) শরহুল উমদাহ লি ইবনে তাইমিয়া (১/৭৫৭)।

করতেন, যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও দুটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনো কখনো আমাদেরকে আয়াত শোনাতেন। তিনি প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন এবং শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন।)^(১)

- ❖ ইবনু কুদামা রহঃ বলেন: “প্রত্যেক সালাতের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা পাঠ করা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই। যেখানে সূরা ফাতিহা সরবে পাঠ করা হয় সেখানে ভিন্ন সূরাটিও সরবে পাঠ করবে এবং যেখানে সূরা ফাতিহা নিরবে পাঠ করা হয় সেখানে ভিন্ন সূরাটিও নিরবে পাঠ করবে”।^(২)
- ❖ তবে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা পাঠের বিষয়ে মূলনীতি হল; উক্ত রাকাতগুলোতে ফাতিহার পরে ভিন্ন সূরা পাঠ শরীয়তে অনুমোদিত নয়। কিন্তু কেউ যদি অধিকাংশ সময় তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা না পড়ে কখনো কখনো পড়ে, তাহলে তার কোন সমস্যা নেই।

জুমার দিন ফজরের সালাতে সূরা সাজদা ও সূরা ইনসান পাঠ করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। এটা নিয়মিত পাঠ করবে, দলিল আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ জুমার দিন ফজর সালাতে (الم (1) تَنْزِيلٌ) সূরা সাজদা ও (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) সূরা ইনসান পাঠ করতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ হতে মুজাম ত্বারানীতে এসেছে তিনি এটি নিয়মিত পাঠ করতেন।

- ❖ এ দু’টি সূরা পাঠের হিকমত: কেননা এ সূরা দু’টিতে রয়েছে আদম আঃ এর সৃষ্টির বর্ণনা ও কিয়ামত দিবসের ঘটনাবলী। আর আদম আঃ কে সৃষ্টি করা হয়েছিল জুমার দিনে এবং কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমার দিনে। তবে এই সূরার মাঝে সাজদা থাকার কারণে পড়া হয়নি বরং স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে।
- ❖ ইবনুল কায়েম রহঃ বলেন: “ইচ্ছকৃতভাবে এই সূরা বা অন্য কোন সূরার সাজদার আয়াত জুমার দিন ফজরে পাঠ করা মুস্তাহাব নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দু’টি সূরা - সাজদা ও ইনসান- পাঠ করা। কেননা এই দুই সূরায় মানব সৃষ্টির সূচনা ও

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা (২/১৬৪)।

কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে, আর তা জুমার দিনে সংঘটিত হবে। নিশ্চয় আদম আঃ কে জুমার দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিয়ামত জুমার দিনে সংঘটিত হবে। সুতরাং এই দু'টি সূরা পাঠ করাকে এই দিনে মুস্তাহাব করা হয়েছে অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। সূরাতে সাজদাটি স্বাভাবিকভাবে এসেছে সেটি মূল উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সূরা সাজদা ব্যতীত অন্য সূরার সাজদার আয়াত পাঠ করার ইচ্ছা করবে; এটি তার জন্য মুস্তাহাব নয়”।^(১)

কিরাত দীর্ঘ করা:

- ❖ মুসল্লীর জন্য পূর্ণ সূরা পাঠ করা সুন্নাত, আর এটিই রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত।
- ❖ অথবা কোন সূরার প্রথম অংশ থেকে পাঠ করলে সেটিও ঐক্যমতের ভিত্তিতে মাকরুহ নয়। কেননা নবী সাঃ সূরাতুল মুমিনীন এর শুরু থেকে মুসা ও হারুন আঃ এর আলোচনা পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর তার কাশি আসলে তিনি রুকু করলেন।

তিনি মাগরিবের সালাতে সূরা আরাফ তেলাওয়াত করেছেন।^(২) আর এটি জানা বিষয় যে, তিনি এ সূরার কিছু অংশ প্রথম রাকাতে এবং বাকী অংশ দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করেছেন। সুতরাং তিনি এক রাকাতে সূরার অংশ বিশেষ পাঠ করেছেন।

জুবারের বিন মুতয়িম রাঃ এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, (আমি রাসূল সাঃ কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি।)^(৩) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

- ❖ কোন সূরার শেষাংশ পাঠ করাও জায়েয তবে নিয়মিত শেষাংশ থেকে পড়া মাকরুহ। কেননা এতে রাসূল সাঃ এর সুন্নাতের বিপরীতে আমল করা হয়। ইবনু কুদামা রহঃ বলেন: “রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত হল পূর্ণাঙ্গ সূরা পড়া বা সূরার প্রথমাংশ থেকে পড়া”।
- ❖ মাগরিবের সালাতে ক্বিসারে মুফাস্সাল (সূরা যুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত), ফজরের সালাতে তিওয়ালুল মুফাস্সাল (সূরা ক্বাফ হতে সূরা নাবার পূর্ব পর্যন্ত) এবং এশা,

(১) বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ (৪/৬৩)।

(২) সুনানে নাসায়ী (৯৯১), আয়েশা রাঃ হতে।

(৩) সহীহ বুখারী (৭৬৫), সহীহ মুসলিম (৪৬৩)।

আসর ও যোহরের সালাতে আওসাতে মুফাস্‌সাল (সূরা নাবা হতে সূরা যুহার পূর্ব পর্যন্ত) পাঠ করা সুন্নাত ।

এর দলিল: আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: (আমি অমুক লোক ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোন লোকের পিছনে সালাত আদায় করিনি । আর তিনি ফজরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, মাগরিবে কিসারে মুফাস্‌সাল এবং এশাতে আওসাতে মুফাস্‌সাল পড়তেন ।^(১))

এর আরো দলিল হল, ওমর বিন খাত্তাব রাঃ আবু মুসা আল-আশয়ারী রাঃ নিকট পত্র লেখেন এবং তাতে বলেন: “যোহরের সালাতে আওসাতে মুফাস্‌সাল পাঠ করবে” ।^(২)

❖ ইমাম যখন সালাতে দীর্ঘ সূরা পাঠের মনস্থ করবে তখন সালাত শুরু করার পূর্বে এ বিষয়টি মুক্তাদিদেরকে অবহিত করা আমার দৃষ্টিতে শরীয়তসম্মত নয়; যেমনটি বর্তমানে কিছু মানুষ করে থাকে । কেননা রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে অবহিত করতেন না । যে সকল হাদিস রাসূল সাঃ কর্তৃক সালাতে দীর্ঘ ক্বিরাত পাঠের বিষয়টি বর্ণনা করেছে, সে সকল হাদিসে উল্লেখ নেই যে, তিনি সালাতের পূর্বে সাহাবীদের জানাতেন । অথচ রাসূল সাঃ এর পিছনে যে সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করতেন তাঁদের কেউ কেউ হাজতের সম্মুখীন হতেন যে রূপ অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে; এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁদের জানাতেন না ।

❖ তবে এর বিপরীতে: সাধারণ মানুষদেরকে ইসলামের বিধান ও সুন্নাহ সম্পর্কে জানানো ওয়াজীব । সেটি হল: সালাতের মাঝে যখন কোন ব্যক্তি আকস্মিক প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে তখন ওজর থাকা সাপেক্ষে ইমামের পিছন থেকে সরে গিয়ে একাকী সালাত পূর্ণ করে নিবে । এরূপ করাতে তার কোন অসুবিধা নেই । যেমন করেছিল এক ব্যক্তি মুয়াজ রাঃ এর পিছনে সালাত আদায়কালীন, যখন সে দেখল মুয়াজ রাঃ সূরা বাকারাহ পাঠ করবে তখন সে জামাত ছেড়ে একাকী সালাত আদায় করে মসজিদ ত্যাগ করে । সুতরাং আমাদের উপর আবশ্যিক দায়িত্ব হল সুন্নাহ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সচেতন করা ।

(১) নাসায়ী (৯৮২), ইবনে মাজাহ (৮২৭), আহমাদ (৭৯৯১) । হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, “হাদিসটির সনদ সহীহ” ।

(২) সুন্নাহে তিরমিযি (৩০৭) ।

❖ আমার নিকট স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বয়ং সূরা তূর ও আল-আরাফ পাঠের চেষ্টা করা এবং উভয়টি পাঠ করা ছোয়াব বলে বিশ্বাস করা শরীয়তসম্মত নয়। কেননা রাসূল সাঃ মাগরিবের সালাতে স্বয়ং আল-আরাফ পাঠকে উদ্দেশ্য করতেন না, বরং দীর্ঘ সূরা পাঠ করার উদ্দেশ্য করতেন। অন্যভাবে বলা যায়, স্বয়ং আরাফ এবং তূর সূরা দুয় পাঠ করা উদ্দেশ্য -এটা হাদিসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় না; যেমন কিছু সূরা জুমআর ফজর, জুমআর সালাত এবং ঈদের সালাতে পাঠ করা উদ্দেশ্য।

❖ সালাতে প্রবেশকারী যেন রাকাতটি পায়, এ লক্ষ্যে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করা ইমামের জন্য শরীয়তসম্মত। দলিল: আবু কাতাদা রাঃ এর হাদিস (রাসূল সাঃ প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন।) এ অর্থের স্বপক্ষে আরো কিছু দলিল রয়েছে:

- নবী সাঃ যখন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন।^(১)
- নবী সাঃ যোহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন, আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই, আর ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন সকলেই সমবেত হয়েছে তাহলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, আর যদি দেখতেন লোকজন আসতে দেরি করছে তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন।^(২)

সাধারণভাবে এই হাদিসগুলো প্রমাণ করছে যে, রাসূল সাঃ মুক্তাদিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

❖ সালাত আদায়কারীর জন্য সুন্নাহ হল কিরাতে শেষে ও রুকু করার পূর্বে সামান্য সময় চুপ থাকা। দলিল: সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, (রাসূল সাঃ রুকু করার পূর্বে কিছু সময় চুপ থাকতেন।)^(৩) তবে এ চুপ থাকার সময়ের পরিমাণ সুন্নাহে সুনির্দিষ্ট নয়। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহঃ^(৪) এর মতে চুপ থাকার পরিমাণ হল, ফারীর শ্বাস নেয়া পর্যন্ত।

(১) সহীহ বুখারী (৭০৯), সহীহ মুসলিম (৪৭০) আনাস রাঃ হতে।

(২) সহীহ বুখারী (৫৬০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ হতে।

(৩) আহমদ (৫/১১), আবু দাউদ (৭৮০), তিরমিযি (২৫১), ইবনু মাজাহ (৮৪৪)।

(৪) যাদুল মাআদ (১/২০১)।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কিরাত সমাপান্তে কতক ইমাম সরাসরি রুকুর তাকবীর দিয়ে দেন; এটি সুন্নাহ এর বিপরীত। এ জন্য ইমাম আহমদ রহঃ অপছন্দ করতেন মুসল্লী কর্তৃক রুকুর তাকবীরের সাথে কিরাত মিলানোকে^(১)।

এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার তাকবীর:

- ❖ এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থায় যাওয়ার সময় তাকবীর দেয়া ওয়াজিব। কেননা নবী সাঃ এসব স্থানে তাকবীর দিয়েছেন, তাকবীর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিয়মিতভাবে তাকবীর দিয়েছেন। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় কর।) অপর হাদিসে এসেছে, (যখন ইমাম তাকবীর দেয় তখন তোমরাও তাকবীর দাও।) এখানে তাকবীর দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- ❖ যদিও এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থায় যাওয়ার সময় তাকবীর দেয়া ওয়াজিব, তথাপি ভুলক্রমে তাকবীর ছুটে গেলে সাহু সাজদা দিলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।
- ❖ উত্তম হল অবস্থার পরিবর্তনের শুরুর সময়ে তাকবীর শুরু করা আর পরিবর্তন শেষ হলে তাকবীর শেষ করা। তবে বাঁকা হওয়ার পূর্বেই তাকবীর শুরু করা জায়েয এবং তাকবীরের কিছু অংশ রুকুতে গিয়ে বলতে হবে। কেননা পূর্ণ খেয়াল করে শুরু ও শেষ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

রুকু

- ❖ ফকীহগণের ঐক্যমতে ভিত্তিতে রুকু সালাতের অন্যতম একটি রুকন; সুতরাং কোন ব্যক্তি অজ্ঞতা বা ভুলবশত রুকু ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।
- ❖ রুকু রুকন হওয়ার দলিলঃ নবী সাঃ সালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেনঃ (অতঃপর তুমি ধীরস্থিরভাবে রুকু কর।)^(২) মহান আল্লাহ বলেনঃ [তোমরা রুকু কর ও সাজদা কর।] সূরা আল-হাজ্জ:৭৭।

(১) দেখুন: আল-মুবিদি ফি শরহিল মুফনি (১/৩৯০), ইবনু মুফলেহ বলেন: “ইমাম আহমদ রহঃ এর কথার বাহ্যিক দিক হল যে, সমস্ত কিরাত শেষ হওয়ার পর সামান্য পরিমাণ চুপ থাকবে; যেন রুকুর তাকবীরের সাথে কিরাতকে মিলিয়ে না ফেলে। মুক্তাদিদের কিরাত পাঠের সুযোগ দেয়ার জন্য চুপ থাকা সুন্নাহ নয়”।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

- ❖ রুকুকারীর জন্য সুন্নাত হল তাকবীর দেয়ার সময় উভয় হাত উত্তোলন করবে। দলিলঃ ইবনু উমর রাঃ এর হাদীস, তিনি বলেনঃ (নবী সাঃ তাকবীরে তাহরীমা, রুকু করা ও রুকু থেকে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন।)^(১) এছাড়াও সাহল বিন সায়াদ আস-সায়েদীর হাদীস, (নবী সাঃ এসমস্ত স্থানে হাত উত্তোলন করতেন।)^(২) ইমাম বুখারী রহঃ বলেন, “নবী সাঃ এর সতের জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে তারা রুকুর সময় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর তিনি তাদের নাম উল্লেখ করছেন”।
- ❖ রুকু গ্রহণযোগ্য হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণঃ কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ বাঁকা হবে যেন তার উভয় হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। যদি এই সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে তবে রুকু বাতিল হয়ে যাবে, কেননা সে রুকুর আবশ্যিকীয় পরিমাণ আদায় করেনি।
- ❖ রুকু করার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হল হাতকে হাঁটুর উপর মজবুতভাবে রাখা, এর দু’টি পদ্ধতি রয়েছে:
 ১. হাত দ্বারা হাঁটু আঁকড়ে ধরা। ইন শা আল্লাহ সহীহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, (নবী সাঃ তাঁর হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন।)^(৩)

(১) সহীহ বুখারী (৭৩৬), সহীহ মুসলিম (৩৯০)।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আবু দাউদ (৭৩৪), তিরমিযি (২৬০), দারেমী (১৩৬২)। হাদিসটি এমনঃ আব্বাস বিন সাহল বলেন: আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল বিন সা’দ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ একটি মজলিসে রাসূল সাঃ এর সালাতের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। তখন আবু হুমাইদ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে অধিক অবগত। রাসূল সাঃ রুকু করলেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে হাঁটুর উপর রাখলেন যেন তিনি শক্তভাবে ধরে আছেন। আর উভয় হাতকে তীরের মত সোজা রাখলেন এবং পার্শ্বদেশ হতে পৃথক করে রাখলেন। আবু দাউদে এসেছেঃ অতঃপর রাসূল সাঃ রুকু করলেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে হাঁটুর উপর রাখলেন যেন তিনি শক্তভাবে ধরে আছেন। হাদিসটি সহীহ বুখারীতে এই শব্দে এসেছে: আবু হুমাইদ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে অধিক অবগত, আমি রাসূল সাঃকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর দিতেন তখন উভয় হাতকে কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। অতঃপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে এমনকি মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসতো। অতঃপর যখন সাজদা করতেন তখন দুই হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না আবার গুটিয়েও রাখতেন না। তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে দিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন। আবু দাউদেও (৭৩১) নং হাদিসে এসেছে, আবু হুমাইদ বললেন... যখন তিনি রুকু করলেন তখন তিনি কজি দ্বারা হাঁটু মজবুত ভাবে ধরলেন আর

২. হাঁটুর উপর আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রেখে ছড়িয়ে দেয়া। দলিল: আবু মাসউদ আল-আনসারী রাঃ এর হাদিসে এসেছে (নবী সাঃ যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখতেন।)^(১) এই হাদিসে দুর্বলতা থাকলেও এর শাহেদ রয়েছে যা তাকে শক্তিশালী করেছে। সেটি হল ওয়ায়েল বিন হুজর রাঃ এর থেকে বর্ণিত হাদিস, (নিশ্চয় নবী সাঃ যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁকা রাখতেন। আর যখন সাজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো পরস্পরের সাথে মিলিয়ে রাখতেন।)^(২)

এই হাদিসগুলোর সারমর্ম হল, হাঁটুর উপর হাতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তা আঁকড়ে ধরা আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখা ব্যতীত সম্ভব নয়।

❖ মধ্যমপন্থায় ও ঠিকঠাকভাবে রুকু করা মুস্তাহাব। দলিল: আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা ঠিকঠাকভাবে রুকু কর।)^(৩) এর প্রমাণ রয়েছে আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিসে, (নবী সাঃ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না।)^(৪)

❖ পূর্বোক্ত দলিলের আলোকে প্রতিভাত হল যে রুকুর সূনাত হল: রুকুকারী ঝুকবে এবং তার পিঠকে ধনুকের ন্যায় বাঁকা করা ব্যতীত সমান করে রাখবে। আর মাথা উচু বা নিচু করা ছাড়া পিঠের সমান্তরালে রাখবে। আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রেখে দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু ধরবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি রুকুর মাঝে একত্রিত হয় তাহলে সেটি সূনাত সম্মত রুকু হিসেবে গণ্য হবে।

আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখলেন। অতঃপর পিঠ সোজা করে দাঁড়ালেন, মাথা বাঁকা করলেন না বা গাল উচু করে রাখলেন না।

(১) আহমাদ (১৭০৮১), দারেমী (১৩৪৩) আবু মাসউদ রাঃ হতে, (তিনি তাঁর উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখলেন আর আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখলেন এমনকি প্রতিটি অঙ্গ তার স্বীয় স্থানে স্থির হল। আবু দাউদে এই শব্দে এসেছে, (যখন তিনি রুকু করলেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখলেন। আর আঙ্গুলগুলো তার নিচে রাখলেন এবং উভয় বাহু ফাঁক করে রাখলেন এমনকি প্রতিটি অঙ্গ তার স্বীয় স্থানে স্থির হল।...)

(২) ইবনে হিব্বান (১৯২০), বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা (২৫২৬)।

(৩) নাসায়ী (১০২৮), দারেমী (১৩৬১) হাদিসের শব্দ এরকম: (তোমরা ধীরস্থিরভাবে রুকু-সাজদা কর, তোমাদের কেউ যেন তার কনুইকে কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।) বুখারী ও মুসলিসে এসেছে (তোমরা ধীরস্থিরভাবে সাজদা কর, তোমাদের কেউ যেন তার কনুইকে কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।)

(৪) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

- ❖ মুসল্লীর জন্য রুকুতে ‘সুবহানা রব্বিআল আযীম’^(১) বলা শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সঠিক মত হল, এটি সালাতের ওয়াজীবসমূহের মধ্য হতে একটি ওয়াজীব। দলিল: ছযাইফা রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ যখন রুকু করতেন তখন বলতেন: (সুবহানা রব্বিআল আযীম।), তিনি আরো বলেছেন: (তোমরা সালাত আদায় করো যেখানে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো।)^(২) ওয়াজীব হওয়ার আরেকটি দলিল হল উকবা রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: যখন আল্লাহ তায়ালার এ বাণীটি অবতীর্ণ হল [فسبح باسم ربك العظيم] [অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।] তখন নবী সাঃ বললেন: (তোমরা এটা রুকুতে পাঠ করবে।)^(৩) তবে এই হাদিসের সনদে দুর্বলতা আছে।
- ❖ সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের দোয়াটি পাঠ করা মুস্তাহাব। নিশ্চয় রাসূল সাঃ তাঁর সালাতের রুকু ও সাজদাতে বলতেন: (সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ।)^(৪)
- ❖ সুনানের কিতাবে বর্ণিত এই দোয়াটি বলাও মুস্তাহাব; নবী সাঃ বলতেন: (সুবহানা যিল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ী ওয়াল আযামাহ।)^(৫)
- ❖ তাসবীহ পাঠের ওয়াজীব পরিমাণ হল ‘সুবহানা রব্বিআল আযীম’ কমপক্ষে একবার বলা। তিনবার বলা কামালিয়্যাতের নিম্নস্তর, আর সর্বোচ্চস্তর দশবার বলা।
ইমাম আহমদ বলেছেন: “হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, রুকুর পূর্ণাঙ্গ তাসবীহ হল সাতবার বলা, মধ্যম হল পাঁচবার বলা, আর সর্বনিম্ন হল তিনবার বলা”।
কারো মতে: সর্বোচ্চ তাসবীহ পাঠের কোন সীমা নেই।

(১) সহীহ মুসলিম (৭৭২)।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আবু দাউদ (৮৬৯), ইবনে মাজাহ (৮৮৭), আহমাদ (১৭৪১৪), দারেমী (১৩৪৪)।

(৪) সহীহ মুসলিম (৪৮৭)।

(৫) আহমাদ (২৪৪৮০), আবু দাউদ (৮৭৩), নাসায়ী (১০৪৯)।

কারো মতে: তাসবীহ পাঠের বিষয়টি ব্যাপক। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর তারতম্য হতে পারে। সুন্নাহতে তাসবিহের কামালিয়াতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নি। আর এ সর্বশেষ অভিমতটিই সঠিক।

রুকু থেকে উঠা:

- ❖ রুকু থেকে উঠা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ান। এটি সালাতের অন্যতম রুকন। কেননা রাসূল সাঃ সালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন: (অতঃপর তুমি রুকু থেকে উঠবে এবং সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াবে।)^(১)
- ❖ রুকু থেকে উঠার অবস্থা স্থিরতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা উঠা ব্যতীত স্থিরভাবে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।
- ❖ রুকু থেকে উঠার পরে স্থিরতার পদ্ধতি: এভাবে দাঁড়াবে যেন মেরুদণ্ডের প্রতিটি হাড় তার স্বীয় স্থানে ফিরে আসে এবং সর্বনিম্ন আবশ্যিকীয় পরিমাণ যিকির আদায় করতে পারে।
হাদিসে এসেছে, নবী সাঃ যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন তিনি পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। হাদিসে দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল দাঁড়িয়ে স্থিরতা অবলম্বন করা। তাই যে ব্যক্তি রুকু থেকে উঠার সাথে সাথে সাজদায় চলে যাবে তাকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং সে ধীরস্থিরতার রুকন পরিত্যাগ করল। আবু হুমাইদ রাঃ রাসূল সাঃ এর সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেনঃ (তিনি রুকু থেকে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এমনকি প্রতিটি হাড় তার স্বীয় স্থানে ফিরে আসত।)^(২)
আয়েশা রাঃ নবী সাঃ এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: (তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদাহ করতেন না।) সহীহ মুসলিম।^(৩)

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) সহীহ বুখারী (৮২৮)।

(৩) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

❖ মুসল্লীর জন্য শরীয়তসম্মত হল রুকু থেকে উঠার সময় তাকবীরের সাথে দুই হাত উত্তোলন করবে। এ স্থানে হাত উত্তোলনের দলিল পূর্বে বর্ণিত ইবনু ওমর রাঃ এর হাদিস।

❖ তাকবীরের সাথে দুই হাত উত্তোলন করবে:

দলিল আবু হুমাইদ আস-সায়েদী রাঃ এর হাদিস, উক্ত হাদিসে রয়েছে: (অতঃপর “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলে উভয় হাত উত্তোলন করলেন।)^(১) ইবনু ওমর রাঃ এর হাদিসে রয়েছে: (অতঃপর তিনি রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করলেন।) সহীহ বুখারীতে রয়েছে: (আমি রাসূল সাঃ কে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকুর তাকবীর বলতেন তখনও এ রকম করতেন। আবার যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলতেন, তখনও এ রকম করতেন এবং “রাব্বানা ওয় লাকাল হামদ” বলতেন। কিন্তু সাজদায় যেতে এ রকম করতেন না। আর সাজদা হতে মাথা উঠানোর সময়ও এ রকম করতেন না।)^(২)

সুতরাং হাদিসের অংশ (তিনি যখন তাকবীর বলতেন...আবার যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলতেন, তখনও এ রকম করতেন।) দলিল হল যে, তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন।

❖ মুসল্লীর জন্য শরীয়তসম্মত হল যে, রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় বলবে: “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা”। অতঃপর বলবে:

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ
الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ)

(আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ, মিলউস সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরয, ওয়া মিলউ মা শিতা মিন শাইয়িন মিম বা'দ, আহলুস সানায়ে ওয়াল মাজদ, লা মানিয়া

(১) তিরমিযি (৩০৪), ইবনে মাজাহ (৮৬২), ইবনে হিব্বান (১৮৬৫), ইবনে খুযাইমা (৫৮৭)। হাদিসটির মূল অংশ সহীহ বুখারীতে (৮২৮) রয়েছে।

(২) সহীহ বুখারী (৭৩৮)।

লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানাতা, ওয়ালা ইয়ানফায়ু যাল জাদী মিনকাল জাদ ।) (১)

রুকু পরবর্তী তাহমিদের শব্দগুলো হাদিসে বিভিন্নভাবে এসেছে, এই হাদিসগুলো সারমর্ম হল তাহমিদের শব্দ চার ধরনেরঃ

এক. বলবে: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) রব্বানা লাকাল হামদ ।

দুই. বলবে: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ । ওয়া অক্ষর বৃদ্ধি করে ।

তিন. বলবে: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ ।

চার. বলবে: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ ।

একজন মুসল্লীর জন্য উত্তম হল এই চার ধরনের শব্দের উপরই মাঝে মাঝে আমল করবে । সবগুলোই জায়েয । তবে, (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ বা (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ এই দু'টির উপর অধিকাংশ সময় আমল করবে; কেননা এই বাক্যদু'টি অধিক বিশুদ্ধ ।

- ❖ উত্তম হল একজন মুসল্লী রুকু থেকে উঠার পর পুনরায় হাত বাঁধবে, ছেড়ে দিবে না, তবে ছেড়ে দিলে সমস্যা নাই । এই মাসয়ালাটিতে প্রশস্ততা রয়েছে; কেননা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন দলিল পাওয়া যায় না । আর এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত ।

সাজদা

- ❖ সুনাত হল মুসল্লী তাকবীর বলে হাত উত্তোলন ছাড়াই সাজদায় যাবে । তথা সুনাত হল যখন সাজদা করবে তখন হাত উত্তোলন করবে না । দলিলঃ ইবনু উমর রাঃ এর হাদীস (তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন । আর যখন রুকুর তাকবীর বলতেন তখনও এ রকম করতেন । আবার যখন “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা” বলতেন, তখনও এ রকম করতেন এবং

(১) দেখুনঃ মুগনী (১/৩৬৬), মুখতাসারুল খিরাকী (পৃষ্ঠা ২২), শরহ মুনতাহাল ইরাদাত (১/১৯৬) ।

“রাব্বানা ওয় লাকাল হামদ” বলতেন। কিন্তু সাজদায় যেতে এ রকম করতেন না।^(১)

- ❖ সালাত আদায়কারীর জন্য সাত অঙ্গের উপর সাজদা করা ওয়াজিব। দলিলঃ ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীস, তিনি বলেন: (আমরা সাতটি অঙ্গের উপর সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি; দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা ও কপাল এসময় তিনি তার নাকের দিকে ইশারা করলেন।)^(২) এই হল সাতটি অঙ্গ।
- ❖ সুতরাং এই সাতটি অঙ্গের কোনটি যদি এমনভাবে বাদ পড়ে যে সে অঙ্গটি একেবারেই মাটি স্পর্শ করেনি তবে তার সাজদা বাতিল হয়ে যাবে; কেননা সে সালাতের একটি অন্যতম রুকনের মধ্যে ত্রুটি করেছে।
- ❖ একই সাথে কপাল ও নাকের উপর সাজদা করা আবশ্যিক। সুতরাং যদি শুধুমাত্র কপালের উপর সাজদা করে তবে সাজদা পূর্ণ হবে না।
- ❖ অনুরূপভাবে যদি শুধু নাকের উপর সাজদা করে কপাল ছাড়াই তবে তা যথেষ্ট হবে না, এবিষয়ে সাহাবাদের থেকে ইজমা বর্ণিত হয়েছে^(৩)। আর এটি স্পষ্ট; কেননা কপাল হল মূল। দলিল: রাসূল সাঃ বলেছেন: (আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি: কপাল দ্বারা...)
- ❖ সাজদায় যাওয়ার সময় চাইলে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা বা হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা উভয়টিই মুসল্লীর জন্য জায়েয এবং উলামাদের ঐক্যমতে উভয় অবস্থাতে তার সালাত সহীহ। উলামাগণ উত্তমের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তবে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা উত্তম -এটিই দলিলগত দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী। এটি ওমর বিন খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত, আর তাঁর সুন্নাহ তো অনুসরণীয়। আবার এমনটিও হতে পারে যে তিনি রাসূল সাঃ থেকে তা গ্রহণ করেছেন। তবে এই মাসআলাই বিশুদ্ধ কোন মারফু হাদিস নেই। ইমাম তিরমিযি রহঃ বলেন: “অধিকাংশ বিদ্বানগণের মতে এর উপরেই আমল। তারা মনে করেন যে সালাত আদায়কারী তার দুই হাতের পূর্বে হাঁটু রাখবে। আর যখন দাঁড়াবে তখন হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাবে”^(৪)

(১) সহীহ বুখারী (৭৩৫), মুসলিম (৩৯০), আবু দাউদ (৭৩৩)।

(২) সহীহ বুখারী (৮০৯), মুসলিম (৪৯০)

(৩) দেখুনঃ আল মাউসুয়া আল কুয়েতিয়া (১২/১৯৬), আল ইহকাম শরহ্ উসুলুল আহকাম (১/২২৬)।

(৪) তিরমিযি (২/৫৬)।

❖ সাজদার সময় দুই হাত এবং পার্শ্বের মাঝে দূরত্ব রাখা সুন্নাত। কারো কারো মতে তা ওয়াজীব।

দূরত্ব রাখা সুন্নাত হওয়ার দলিলসমূহ:

- আব্দুল্লাহ বিন বুজাইনা রাঃ থেকে বর্ণিত, (নিশ্চয় নবী সাঃ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর দুই হাত এমনভাবে ফাঁকা করে রাখতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।)^(১) এটি বুখারী মুসলিমের হাদিস। আর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত অধিক দূরত্ব রাখার কারণে; কেননা যদি অল্পপরিমাণ দূরত্ব রাখতেন তাহলে সাহাবাগণ নবী সাঃ এর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতেন না।
- আনাস বিন মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা ধীরস্থিরভাবে সাজদা কর, তোমাদের কেউ যেন তার কনুইকে কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।)^(২)
- আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, (নিশ্চয় নবী সাঃ সালাত আদায়কারীকে হিংস্র প্রাণীর মত কনুই বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন।)^(৩)
- আবু হুমাইদ রাঃ থেকে বর্ণিত, (নিশ্চয় নবী সাঃ যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাতকে বিছিয়ে কিংবা গুটিয়ে রাখতেন না। আর তাঁর পায়ের আগুলের অগ্রভাগকে কিবলামুখী করে রাখতেন।)^(৪)
- জাবের রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে তখন সে যেন ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে আর তার কনুইকে যেন কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।)^(৫)
- ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা আমি রাসূল সাঃ এর পিছন দিয়ে আসছিলাম, যখন তিনি সালাত আদায়রত ছিলেন। তখন আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পায়; কারণ তিনি বাহুকে পার্শ্ব হতে দূরে রেখেছিলেন এবং হাত দুটিকে ফাঁক করে রেখেছিলেন।)^(৬)

(১) সহীহ বুখারী (৩৯০), সহীহ মুসলিম (৪৯৫)।

(২) সহীহ বুখারী (৮২২), সহীহ মুসলিম (৪৯৩)।

(৩) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

(৪) সহীহ বুখারী (৮২৮)।

(৫) আহমাদ (১৪০১৮), আবু দাউদ (৮৯৭), তিরমিযি (২৭৫), ইবনে মাজাহ (৮৯১)।

(৬) আবু দাউদ (৮৯৯)।

- ❖ সাজদার সময় মুসল্লী তার হাতদ্বয় কে কাঁধ বরাবর বা কান বরাবর রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন; কেননা উভয় ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহর দলীল রয়েছে।
- ❖ মুসল্লীর পেট ও উরুর মাঝে দুরত্ব রাখা সুন্নাহ যেটি ইবনে আব্বাস রাঃ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপ আবু হুমাইদ আস-সায়েদীর হাদিসে রয়েছে: (নবী সাঃ যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর উরুদ্বয়ের মাঝে ফাঁক রাখতেন আর পেটকে উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন।)^(১) এই হাদিস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয় উরুর মাঝে দুরত্ব রাখতেন হবে এবং পেটের কোন অংশ উরুর সাথে মিশাবেন বরং উরু ও পেটের মাঝেও দুরত্ব রাখবে।
- ❖ পা রাখার সুন্নাহ হচ্ছে, সাজদার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে।
সাজদার সময় পা দু'টিকে মিলিয়ে রাখবে নাকি উভয় পায়ের মাঝে দুরত্ব রাখবে সে বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে; তবে মিলিয়ে রাখাই অধিক সঠিক।
- ❖ ওয়ায়েল বিন হুজর রাঃ এর হাদিস, (নবী সাঃ রুকু সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখতেন আর সাজদার সময় আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে রাখতেন।)^(২) হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সাজদার সময় আঙ্গুল গুটিয়ে রাখা শরীয়তসম্মত। হাদিসটির মান হাসান, অন্যান্য যে হাদিসগুলোতে আঙ্গুল কিবলামুখী করে রাখার নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো এই হাদিসটিকে শক্তিশালী করে। কেননা আঙ্গুল কিবলামুখী করার নির্দেশনা মূলত আঙ্গুল গুটিয়ে রাখা কামনা করে।
- ❖ সারমর্ম হল: সাজদার মধ্যে যখন নিম্ন বর্ণিত ছয়টি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হয় তখন তাকে সুন্নাহ মোতাবেক সাজদা বলা যায়ঃ
প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ বাহুদ্বয়কে বিছিয়ে না দেয়া।
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ উভয় হাত ও পার্শ্বের মাঝে এমন দুরত্ব বজায় রাখা যেন বগলের শুভ্রতা দেখা যায়।

(১) আবু দাউদ (৭৩৫)। এই হাদিসটি দুর্বল। এই মাসআলায় গ্রহণযোগ্য হল ইবনে আব্বাসের রাঃ হাদিস, তবে আমি এই হাদিসটি উল্লেখ করেছি কারণ তাতে পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে।

(২) ইবনে হিব্বান (১৯২০), বায়হাকী ফিল কুবরা (২৫২৬)।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ সাজদার সময় উভয় হাতকে কান বা কাঁধ বরাবর রাখা ।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ পা খাড়া করে রেখে আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখা ।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ উভয় উরু হতে পেটকে উপরে রাখা ।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখা ।

তাই যখন সাজদা উল্লেখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে তখন সেটি সুন্নাত মোতাবেক সাজদা হবে । এখানের কোন বৈশিষ্ট্যে ঘাটতি হলে তা সুন্নাত অনুসরণে ঘাটতি হিসেবে গণ্য হবে; তবে সাজদা আদায় হয়ে যাবে কেননা এগুলো মুস্তাহাব বৈশিষ্ট্য ।

❖ মুসল্লীর সাতটি অঙ্গ ও যমীনের মাঝে কোন আবরণ থাকলেও সাত অঙ্গ দ্বারা যমীনের উপর সাজদা করা জায়েয, কপাল ব্যতীত; কেননা বিনা প্রয়োজনে মুসল্লীর সাথে সংযুক্ত কোন কিছুর উপর কপাল রেখে সাজদা করা মাকরুহ, যেমন কাপড়ের কোন অংশের উপর কপাল রাখা । তবে প্রয়োজন দেখা দিলে জায়েয, মাকরুহ নয় ।

❖ সাজদাতে (سبحان ربي الأعلى) সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা বলা শরীয়তসম্মত । সহীহ হাদীসে এসেছে, (নবী সাঃ সাজদাতে سبحان ربي الأعلى সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা বলতেন ।)^(১) উকবা রাঃ এর হাদীসে এসেছে (যখন 'سبح اسم ربك الأعلى' আয়াতটি নাযিল হল তখন নবী সাঃ বললেন: এটি তোমরা সাজদায় পাঠ কর ।)^(২)

❖ সাজদার আরো কিছু মুস্তাহাব দোয়া রুকুর দোয়ার আলোচনায় আলোচিত হয়েছে ।

❖ সাজদা থেকে সোজা হওয়া সালাতের অন্যতম রুকন । দলিল নবী সাঃ বলেছেন: (অতঃপর তুমি উঠ এমনকি ধীরস্থিরভাবে বস ।)^(৩) সাজদা থেকে উঠা একটি রুকন এবং উভয় সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা অন্য একটি রুকন ।

(১) সহীহ মুসলিম (৭৭২) হুয়াইফা রাঃ হতে ।

(২) আবু দাউদ (৮৬৯), ইবনে মাজাহ (৮৮৭), আহমাদ (১৭৪১৪), দারেমী (১৩৪৪) ।

(৩) হাদীসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।

- ❖ দুই সাজদার মাঝে বসার জন্য প্রথম সাজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর দেয়া সুন্নাত। দলিল: নবী সাঃ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, (নবী সাঃ প্রতিবার নীচু হওয়া ও উঠার সময় তাকবীর দিতেন।)^(১)
- ❖ উভয় সাজদার মাঝে বসা সালাতের অন্যতম একটি রুকন। দলিল: নবী সাঃ সালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন: (অতঃপর তুমি উঠ এমনকি ধীরস্থিরভাবে বস।)^(২) আয়েশা রাঃ এর হাদিস, (নবী সাঃ যখন প্রথম সাজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সাজদা করতেন না।)^(৩)
- ❖ বসার পদ্ধতিঃ মুসল্লী তার বাঁ পা বিছিয়ে দিবে আর ডান পাকে খাড়া করে রাখবে। আয়েশা রাঃ এর হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে, (নবী সাঃ যখন বসতেন তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন।)^(৪) হাদিসটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে। আবু হুমাইদ রাঃ এর হাদিসে এসেছে, (নবী সাঃ এমনটি করতেন।)^(৫) আর এটিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলিমদের আমল।
- ❖ আর সুন্নাত হল মুসল্লী তার ডান ও বাম হাত উরুর উপর বিছিয়ে রাখবে যেমনিভাবে তাশাহুদের সময় বিছিয়ে রাখে।
- ❖ দুই সাজদার মাঝের বৈঠকে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলামুখী করে রাখা মুস্তহাব; কেননা সুন্নাত হল পা খাড়া করে রাখা। আর পা যখন খাড়া করে রাখবে তখন অবশ্যই আঙ্গুলগুলো কেবলমুখী হবে।
- ❖ দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া করা ওয়াজীব। মুসল্লী দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে এ দোয়াটি তিন বা ততোধিক বার করবে: (রবিগফির লী।) হুজায়ফা রাঃ থেকে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী সাঃ দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন: (রবিগফির লী, রবিগফির লী।)^(৬), এ হাদিস

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

(৪) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

(৫) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) আবু দাউদ (৮৭৪), নাসায়ী (১১৪৫), ইবনে মাজাহ (৮৯৭), আহমাদ (২৩৩৭), দারেমী (১৩৬৩)।

থেকে উলামাগণ বুঝেছেন যে, নবী সাঃ দোয়াটি বারংবার করতেন; কেননা তাঁর দুই সাজদার মধ্যবর্তী বসার সময় সাজদার সময়ের অনুরূপ দীর্ঘ ছিল। ইবনু আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাঃ দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে আরেকটি দোয়া করতেন; সেটি হল: (আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লী, ওয়ার্‌হাম্নী, ওয়া আ'ফিনী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়ার্‌ বুক্নী।)^(১) তবে এই হাদিস দুর্বল হওয়ার প্রতি কিছু হাদিস বিশেষজ্ঞ ইঙ্গিত করেছেন।

হুজায়ফা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের দোয়ার উপর আমল করাকে ইমাম আহমদ রহঃ মুস্তাহাব বলেছেন; কেননা এটি তার নিকটে ইবনু আব্বাস রাঃ এর হাদিসের চেয়েও অধিক বিশুদ্ধ। তবে ইবনু আব্বাস রাঃ এর বর্ণিত হাদিসের দোয়ার উপর আমল করাও জায়েয, এতে কোন অসুবিধা নেই।

- ❖ যে সকল উলামা জালসাতুল ইস্তেরাহকে শরীয়তসম্মত বলেছেন তাদের মতে যখন মুসল্লী পরবর্তী রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে তখন উভয় হাতের উপর ভর করে উঠে দাঁড়াবে। আর মুসল্লী যদি জালসাতুল ইস্তেরাহর জন্য না বসে পরবর্তী রাকাতের জন্য সরাসরি দাঁড়িয়ে যায় -জালসাতুল ইস্তেরাহা মুস্তাহাব নয়, এটিই আমাদের নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত- তাহলে উভয় পায়ের অগ্রভাগ এবং দুই হাঁটুর ওপর ভরকরে উঠে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় রাকাত

- ❖ দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের অনুরূপভাবে আদায় করতে হবে; কেননা নবী সাঃ সালাতে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে বলেছিলেন: (অতঃপর এরূপভাবেই তোমার বাকী সালাত আদায় কর।)^(২)

তবে প্রথম রাকাতের সাথে কয়েকটি বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে:

এক. তাকবীরে তাহরীমা; সুতরাং দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হবে না কেননা তা সালাতের সূচনা তাকবীর হিসেবে শরীয়ত অনুমোদিত। এজন্য সেটি শুধু প্রথম রাকাতেই হবে, দ্বিতীয় তার পরবর্তী রাকাতে শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

(১) আবু দাউদ (৮৫০), তিরমিযি (২৮৪), ইবনে মাজাহ (৮৯৮), আহমাদ (২৮৯৫)।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই. সানা পড়া; মুসল্লীর জন্য শুধু প্রথম রাকাতেই সানা পাঠ করা শরীয়ত অনুমোদিত। যদি সে প্রথম রাকাতে পাঠ করতে ভুলে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তবুও সে পরবর্তী রাকাতে পাঠ করবে না। কেননা সানা পাঠ করা সুন্নাত প্রথম রাকাতে।

তিন. নতুনভাবে নিয়ত করা; সুতরাং মুসল্লীর জন্য দ্বিতীয় রাকাতে নতুনভাবে নিয়ত করা শরীয়ত অনুমোদিত নয় বরং প্রথম রাকাতের সূচনাতে করা নিয়তই যথেষ্ট।

প্রথম তাশাহুদ

প্রথম তাশাহুদে হাত রাখার দুইটি পদ্ধতি:

প্রথম পদ্ধতি: উভয় হাত দুই উরুর উপর রাখবে।

দলিল: আব্দুল্লাহ বিন যোবাইর রাঃ হতে বর্ণিত, (নবী সাঃ যখন বসতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাঁ হাত বাঁ উরুর উপর রাখতেন। আর বাঁ হাত দ্বারা হাঁটু ধরে রাখতেন।)^(১) সহীহ মুসলিম।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: মুসল্লী তার উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখবে।

দলিল: ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত, (নবী সাঃ যখন বসতেন তখন উভয় হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন।)^(২) সহীহ মুসলিম।

মারো মারো বাঁ হাত দ্বারা বাঁ হাঁটু ধরে রাখাও সুন্নাত, যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন যোবাইর রাঃ এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটাও বলা যেতে পারে যে, এটি তাওয়াররুক অবস্থায় বসার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত কেননা কেননা তাওয়াররুক না করলে এভাবে হাঁটু ধরে রাখা কষ্টসাধ্য।

তাশাহুদ চলকালীন হাত রাখার তিনটি পদ্ধতি:

(১) সহীহ মুসলিম (৫৭৯)।

(২) সহীহ মুসলিম (৫৮০)।

প্রথম পদ্ধতি: কনিষ্ঠা ও অনামিক আঙ্গুল গুটিয়ে রাখবে, মধ্যমাকে বৃদ্ধা আঙ্গুলের সাথে মিলে লোহার গোলকের মত গোলক করবে আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। এই পদ্ধতিটি ওয়ায়েল বিন হুজর রাঃ এর হাদিসে এসেছে।^(১) এটি একটি সঠিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর রাঃ হতে এসেছে: (নবী সাঃ তার হাতকে ৫৩ বাঁধলেন।)^(২) এটার পদ্ধতি হল: কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে গুটিয়ে রাখবে এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলকে শাহাদাত আঙ্গুলের গোড়ায় রাখবে ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে থাকবে।

তৃতীয় পদ্ধতি: কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে গুটিয়ে রাখবে তথা শাহাদাত আঙ্গুল ব্যতীত সবগুলো আঙ্গুল গুটিয়ে রাখবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে থাকবে। এই পদ্ধতিটিও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর রাঃ এর হাদিসে এসেছে: (নবী সাঃ সব আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে রাখলেন আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।)^(৩)

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে তিনটি পদ্ধতি স্পষ্ট হলো; তাই কখনও প্রথম পদ্ধতি, কখনও দ্বিতীয় পদ্ধতি বা কখনও তৃতীয় পদ্ধতিতে আমল করা শরীয়তসিদ্ধ।

- এই অবস্থাটা তথা আঙ্গুল গুটিয়ে রাখা ও ইশারা করা শুধু তাশাহুদের বৈঠকে প্রযোজ্য। কেননা ইবনে উমরের হাদিসে এসেছে: যখন তিনি তাশাহুদের বৈঠকে বসতেন। সুতরাং দুই সাজদার মধ্যবর্তী স্থানে বসার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা শরীয়তসিদ্ধ নয়; বরং এই সময় আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে।
- যখন কেউ শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তখন আঙ্গুলকে বাঁকা করে রাখবে না কেননা সহীহ হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।
- সুন্নাত হল তাশাহুদের বৈঠকে নাড়ানো ছাড়া শুধু আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা। কেননা নাড়ানো ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। বরং শুধু ইশারা করবে আঙ্গুল উচিয়ে রাখবে নাড়াবে না; কেননা সহীহ হাদীসে নাড়ানোর কথা বলা হয়নি শুধু উচিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে। আর ইবাদতের মূল হচ্ছে দলিল।

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) সহীহ মুসলিম (৫৮০/১১৫)।

(৩) সহীহ মুসলিম (৫৮০/১১৬)।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন যোবাইর রাঃ এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেনঃ (রাসূল সাঃ যখন সালাতে বসতেন, বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর ও ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন। আর আগুল দ্বারা ইশারা করতেন।)^(১)

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ হাদীসে এসেছে, (রাসূল সাঃ যখন তাশাহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন। আর ডান হাতের আগুল দ্বারা তেপাল্ল বানিয়ে শাহাদাত আগুল দ্বারা ইশারা করতেন।)^(২)

মুসনাদে আহমদে ওয়ায়েল বিন হুজর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি নবী সাঃ কে তাঁর দুই কান বরাবর হাত উঠাতে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর দিলেন, অতঃপর যখন তিনি রুকু করলেন এবং ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে রুকু থেকে উঠলেন তখনো তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন। আর সালাতে তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি বৈঠকে বসলেন তখন তিনি মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলক বানালেন এবং শাহাদাত আগুল দ্বারা ইশারা করলেন। আর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন।)^(৩)

এ সকল হাদিস আগুল নাড়ানো ব্যতীত ইশার করার বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

❖ প্রথম তাশাহুদ সালাতের ওয়াজীবসমূহের মধ্য হতে একটি ওয়াজীব। সুতরাং যদি কেউ ভুলবশত তা ছেড়ে দেয় তাহলে সাহু সাজদার মাধ্যমে সংশোধন করে নিবে।

(১) সহীহ মুসলিম (৫৭৯)।

(২) সহীহ মুসলিম (৫৮০)।

(৩) আহমাদ (১৯০৭৬)।

প্রথম বৈঠকের তাশাহুদ ওয়াজীব হওয়ার দলিল হল নবী সাঃ সর্বদা তা আদায় করতেন এবং তিনি বলেছেন: (তোমরা সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।)^(১)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে: (তোমরা বল: ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ’।)^(২)

অনুরূপভাবে তা ওয়াজীব হওয়ার দলিল হল, নবী সাঃ কর্তৃক প্রথম তাশাহুদের প্রতি গুরুত্বারোপ। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: (রাসূল সাঃ আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বল: (আত্তাহিয়্যাতুল মুবারকাত, আস-সালাওয়াতুত ত্বয়্যিবাতু লিল্লাহ, সালামুন আলাইকা আয়্যুহান নাবী ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, সালামুন আলাইনা ওয়া আলা ইবদিলাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ।)^(৩)

❖ প্রথম তাশাহুদে এটি বলাও শরীয়ত সম্মত: (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ, ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত ত্বয়্যিবাত, আস-সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবদিলাহিস সালেহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।)

আর এই তাশাহুদটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে^(৪) এবং ইমামগণের মধ্য হতে ইমাম আহমদ রহঃ এটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি এ হাদিস সম্পর্কে বলেন: ‘আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং তাশাহুদ সম্পর্কে রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত হাদিসমূহের মাঝে এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস। সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদের মাধ্য হতে বিদ্বানগণ এর উপর আমল করেছেন’।^(৫)

❖ তাশাহুদ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যেঃ

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) সহীহ বুখারী (৮৩৫), সহীহ মুসলিম (৪০২)।

(৩) সহীহ মুসলিম (৪০৩)।

(৪) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) সুনানে তিরমিযির (২৮৯) নং হাদিসের পর বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

১- উমর বিন খাত্তাব রাঃ এর হাদীস, ইমাম মালেক এই হাদীসের আলোকে আমল করাকে চয়ন করেছেন^(১)। (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ, আযযাকিয়্যাতু লিল্লাহ, আস-সালাওয়াতুত ত্বয়্যিবাতু লিল্লাহ)^(২) হাদীসের বাকী অংশ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর হাদীসের মতই।

২- ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীস, ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসের আলোকে আমল করাকে চয়ন করেছেন।^(৩) তার শব্দগুলো হলঃ (আত্তাহিয়্যাতুল মুবারকাত, আস-সালাওয়াতুত ত্বয়্যিবাতু লিল্লাহ)^(৪) হাদীসের বাকী অংশ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর হাদীসের মতই।

এর মাধ্যমে আলোচিত তাশাহুদ হল তিন ধরনের।

এই সবধরনের তাশাহুদই জায়েয, যেকোন তাশাহুদ দ্বারাই সালাত বিশুদ্ধ হবে। উত্তম হচ্ছে মুসল্লী এই তাশাহুদগুলোর একেকটি একেক সময় পড়বে যেন সুন্নাতটি তার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় হয়। আর অধিকংশ সময় ইবনে মাসউদ রাঃ এর হাদীসে বর্ণিত তাশাহুদ পড়া উচিত; যার কারণগুলো আমি মূল কিতাবে আলোচনা করেছি।

❖ প্রথম তাশাহুদে নবী সাঃ এর উপর দরুদ পড়া শরীয়তসিদ্ধ নয়। বরং দরুদ শেষ বৈঠকের সাথে নির্দিষ্ট।

ইবনুল কায্যিম রহঃ বলেনঃ “প্রথম তাশাহুদ সংক্ষিপ্তকরণ শরীয়তসম্মত, নবী সাঃ যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন যেন তিনি উত্তপ্ত বালুর উপর বসতেন। রাসূল সাঃ হতে প্রথম তাশাহুদে দরুদ পাঠ প্রমাণিত নয়। তিনি উম্মতকে তা শিক্ষাও দেননি। আর কোন সাহাবী তা মুস্তাহাব মনে করেননি”।^(৫)

প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠা

(১) দেখুনঃ আল মুদাওয়ানা (১/২২৬), আত-তাজ ওয়াল ইকলিল (২/২৫০)।

(২) মুয়াত্তা মালেক (৫৩)।

(৩) দেখুনঃ আল-উম্ম (১/১৪০), আসনাল মাতালিব (১/১৬৪)।

(৪) সহীহ মুসলিম (৪০৩)।

(৫) জালাউল আফহাম (পৃষ্ঠা ৩৬০)।

❖ যখন তাশাহুদ থেকে উঠবে তখন দাঁড়ানোর মুহূর্তে রফউল ইয়াদাইন করা শরীয়তসিদ্ধ।

দলিলঃ ইবনে উমর রাঃ হাদীস। ইবনে উমর রাঃ যখন সালাতে প্রবেশ করলেন তখন তাকবীর দিয়ে হাত উত্তোলন করলেন, অতঃপর যখন তিনি রুকু করলেন তখন দুই হাত উত্তোলন করলেন, যখন ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে রুকু থেকে উঠলেন তখন তার দুই হাত উত্তোলন করলেন এবং যখন দুই রাকাতের পর বৈঠক থেকে উঠলেন তখনো তার দুই হাত উত্তোলন করলেন। ইবনে উমর রাঃ এটি মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন।^(১) ইমাম বুখারী এই হাদীস দ্বারা অধ্যায় রচনা করেছেন, “দুই রাকাত থেকে উঠে দাঁড়ানো সময় উভয় হাত উত্তোলন বিষয়ক অধ্যায়”।

আবু হুমাইদ আস সায়েদী রাঃ হতেও অনুরূপ হাদীস এসেছে, তিনি দশজন সাহাবীর সাথে ছিলেন যাদের মাঝে আবু কাতাদাহ রাঃ-ও ছিলেন। তিনি বললেন: (রাসূল সাঃ এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে বেশী অবগত।... অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠলেন তখন তাকবীর দিলেন এবং উভয় হাতকে কাঁধ বরাবর উত্তোলন করলেন। যেমনটি তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় করেছিলেন।)^(২)

সালাতের বাকী অংশ

সালাতের বাকী অংশ তথা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের অনুরূপভাবে আদায় করবে। দলিলঃ রাসূল সাঃ নামাযে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন: (“তুমি তোমার সম্পূর্ণ সালাতে অনুরূপভাবে আমল কর”)।^(৩)

শেষ তাশাহুদ

(১) সহীহ বুখারী (৭৩৯)।

(২) আহমাদ (২৩৯৯৭), আবু দাউদ (৭৩০), তিরমিযি (৩০৪), ইবনে মাজাহ (৮৬২)।

(৩) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

❖ শেষ তাশাহুদ সালাতের একটি অন্যতম রুকন। দলিল ইবনে মাসউদ রাঃ এর হাদীস, তিনি বলেন, তাশাহুদ আবশ্যিক হওয়ার পূর্বে আমরা বলতাম: আসসালামু আলাল্লাহ, আসসালামু আলা জিবরীল, আসসালামু আলা মিকাইল (তথা আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরীলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মিকাইলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।) (অতঃপর রাসূল সাঃ বললেন তোমরা বল: “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ”।)^(১)

রাসূল সাঃ নিয়মিত তাশাহুদ পড়েছেন কখনো ছাড়েননি; আর তিনি বলেছেন: (তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় কর।)^(২)

❖ শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কারো কারো মতে ওয়াজিব। দুরুদ শরীয়তসিদ্ধ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়ার দলিলঃ

-ফাযালা বিন উবাইদ রাঃ এর হাদীস, (নবী সাঃ এক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখলেন যে আল্লাহর প্রসংশা করেনি ও তাঁর গুনবলী বর্ণনা করেনি এবং নবী সাঃ এর উপর দরুদ পড়েনি, নবী সাঃ তার সম্পর্কে বললেন: এ লোক তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর নবী সাঃ তাকে ডেকে বললেন: তোমাদের কেউ সালাত আদায়কালে সর্বপ্রথম যেন তার রবের প্রসংশা ও গুণাবলী বর্ণনা করে এবং নবী সাঃ এর উপর দরুদ পাঠ করে। অতঃপর ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করে।)^(৩)

- অনুরূপ কা'ব বিন উজরা রাঃ এর হাদীস, (রাসূল সাঃ আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন, তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি জানি, কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বল: “আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লায়তা আলা আলে ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ, আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা

(১) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আহমাদ (২৪৪৩৪), আবু দাউদ (১৪৮১), তিরমিযি (৩৪৭৭)।

বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম ইন্বাকা হামীদুম মাজিদ ।”)^(১) সহীহ বুখারী ও মুসলিম । অপর বর্ণনায়: কামা সল্লায়তা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ।^(২)

উল্লেখিত কা'ব বিন উজরা রাঃ এর হাদীসে রাসূল সাঃ এর উপর দরুদ পাঠের শব্দ বর্ণিত হয়েছে ।

- ❖ সালাত আদায়কারীর জন্য সুন্নাত হল দ্বিতীয় তাশাহুদের শেষে আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা । নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যখন তাশাহুদ শেষ করে তখন যেন সে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে: জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে ।)^(৩)
- ❖ মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হল তাশাহুদ ও উপরে বর্ণিত চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনার পরে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী দোয়া করা । দলিল: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা: থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, যখন রাসূল সাঃ তাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছিলেন তখন শেষে তাকে বললেন: (অতঃপর সে পছন্দনীয় দোয়া চয়ন করবে এবং তা দ্বারা দোয়া করবে ।) ^(৪) সুতরাং সুন্নাত হল পছন্দনীয় দোয়া চয়ন করা এবং সুন্নাতহতে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়তে আগ্রহী হবে ।

সালাম ফিরানো

- ❖ অতঃপর সালাম ফেরাবে । আর এটি হচ্ছে সালাতের অন্যতম রুকন । বলবে: ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ ।
- ❖ সালাম ফেরানোর ক্ষেত্রে সুন্নাত হল; ডানে এবং বামে এমনভাবে সালাম ফেরাবে যেন গালের শুভ্রতা দেখা যায় । দলিল: ইবনু মাসউদ রাঃ এর হাদীস:

(১) হাদীসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।

(২) সহীহ বুখারী (৩৩৭০) ।

(৩) সহীহ বুখারী (১৩৭৭), সহীহ মুসলিম (৫৮৮) ।

(৪) সহীহ বুখারী (৮৩৫), সহীহ মুসলিম (৪০২) ।

- (অতঃপর তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফেরালেন এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা গেল। বললেন: ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’।)^(১)
- ❖ সালামের ক্ষেত্রে আরো সুন্নাত হল, সালামকে দীর্ঘ করবে না এবং ‘হা’ বর্ণকে সাকিন করবে। দলিল: নবী সাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: (সালাম সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত।)^(২) ইমাম আহমদ^(৩) ও ইবনুল মুবারক^(৪) উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন ‘সালাম সংক্ষিপ্ত করা’ দ্বারা।
 - ❖ শেষ বৈঠকে বসার সুন্নাত হল ‘তাওয়াররুক’ করা। আর তাওয়াররুক হল, ডান পা খাড়া করে, নিতম্ব মাটির সাথে লাগিয়ে বাম পা বিপরীত দিকে বের করে বসা। তাওয়াররুক করে বসা শুধু তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় বৈঠকে শরীয়ত অনুমোদিত। অনভাবে বলা যায়, প্রত্যেক দুই তাশাহুদ বিশিষ্ট সালাতে তাওয়াররুক রয়েছে, এক তাশাহুদ বিশিষ্ট সালাতে নয়।

ধীরস্থিরতা ও বিনয়-নশ্রতা

- ❖ ধীরস্থিরতা সালাতের অন্যতম রুকন। ধীরস্থিরতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওয়াজীব যিকর আদায় সমপরিমাণ সময় ক্ষেপন করা। আর এটি হল সর্বনিম্ন পরিমাণ সময় যা ক্ষেপন করলে ধীরস্থিরতার ওয়াজীব আদায় হয়ে যাবে।
- ❖ ধীরস্থিরতা সালাতের রুকন হওয়ার দলিল, নবী সাঃ সালাতের ঞ্চটিকারীকে বলেছিলেন: (অতঃপর তুমি রুকু করবে এবং ধীরস্থিভাবে রুকু করবে।) অনুরূপভাবে সালাতের বাকী রুকনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছিলেন। হুয়াইফা রাঃ হতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি একজন ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখলেন যে সালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখেনি। তাকে

(১) আবু দাউদ (৯৯৬), নাসায়ী (১১৪২), ইবনে মাজাহ (৯১৪), আহমাদ (৩৬৯৯), হাদিসের সনদ সহীহ।

(২) আবু দাউদ (১০০৪), তিরমিযি (২৯৭), আহমাদ (১০৮৮৫), আবু হুরায়রা রাঃ হতে।

(৩) দেখুন: আশ-শারহুল কাবির (১/৫৯৩), কাশফুল কেনা (১/৩৬২)।

(৪) দেখুন: সুনানে তিরমিযি (১/৩৮৬) হাদিসের তাখরিজের পর। কাশফুল কেনা (১/৩৬২)।

বললেন: (তুমি সালাত আদায় করো নি। যদি এ অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ করতে তাহলে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।)^(১)

- ❖ সালাতে খুশু-খুয়ু বজায় রাখা মুস্তাহাব ও সুন্নাত। খুশু-খুয়ুর সংজ্ঞায় ইবনুল কায়েম রহঃ বলেন: “খুশু হল: বিনয়, হীনতা ও পূর্ণমনোযোগ সহকারে আল্লাহ তায়ালার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া”।^(২)
- ❖ নবী সাঃ ও প্রথম সারির সাহাবাগণ থেকে খুশু-খুয়ুর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য আয়েশা রাঃ বলেছেন: (নবী সাঃ চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য্য এবং দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না।)^(৩)
- ❖ ধারাবাহিকভাবে অধিক নড়াচড়া সালাত বিনষ্ট করে দেয়। ফকীহগণের নিকট অধিক নড়াচড়ার মানদণ্ড হল: তাকে দেখলে মনে হবে যে, সে সালাতে নেই।

মুসল্লীর সামনে সুতরা

- ❖ সালাত আদায়কারীর সামনে সুতরা স্থাপন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; নবী সাঃ বলেছেন: (যখন তোমদের কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন সুতরা স্থাপন করে এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ায়।)^(৪)
- ❖ সুতরা খাড়াভাবে স্থাপন করা উচিত, ভূমিতে শোয়ানো অবস্থায় রাখা উচিত না।
- ❖ সুতরার পরিমাপ হল, হাওদার পিছনের কাঠের সমপরিমাণ হওয়া। ইমাম মুসলিম আয়েশা রাঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধে রাসূল সাঃ কে সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: (হাওদার পিছনের কাঠের

(১) সহীহ বুখারী (৭৯১)।

(২) পূর্বোক্ত।

(৩) সহীহ বুখারী (১১৪৭), সহীহ মুসলিম (৭৩৮)।

(৪) সুন্নে আবু দাউদ (৬৯৮), মূল হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

মত ১) (১) এটি এক হাতের কাছাকাছি লম্বা। সুতরাং লম্বায় সুতার দৈর্ঘ্য হল, এক হাত বা এক হাতের কাছাকাছি।

তবে ফকীহগণের নিকট সুতার প্রস্থের কোন পরিমাপ নেই। সুতরা প্রস্থে তীরের ন্যায় সরু কিংবা দেয়ালের ন্যায় চওড়াও হতে পারে। কেননা নবী সাঃ বর্শা^(২), উট^(৩) এবং দেয়ালকে^(৪) সুতরা হিসেবে গ্রহণ করে সালাত আদায় করেছেন।

- ❖ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। এর দলিল রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: (যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ -দিন/মাস/বছর- দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত।) (৫) অপর বর্ণনায় এসেছে: যদি সে জানত এতে তার কি পারিমাণ গুনাহ হবে। (৬)
- ❖ কেউ যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তাহলে ফকীহগণের ঐক্যমতে মুসল্লীর অধিকার রয়েছে তাকে বাঁধা দেয়ার। দলিলঃ আবু সাঈদ রাঃ এর সহীহ হাদীস: (তোমাদের কেউ যদি তার সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে আর তার ও সুতরা মাঝ দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে যেন তাকে বাঁধা দেয়। যদি ঐ ব্যক্তি বাঁধা না মানে তবে যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান।) (৭) এই হাদীসটি অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।
আবু সাঈদ রাঃ এর এই হাদীস হতে ইমাম নববী^(৮), শাওকানী^(৯) ও অন্যান্য আলেমগণ সাব্যস্ত করেছেন যে, বাঁধা দেয়া ও লড়াই করা জায়েয কেবল ঐ

(১) সহীহ মুসলিম (৫০০)।

(২) সহীহ বুখারী (৪৯৪), সহীহ মুসলিম (৫০১), ইবনে উমর রাঃ হতে।

(৩) সহীহ বুখারী (৪৩০) ইবনে উমর রাঃ হতে।

(৪) সহীহ বুখারী (৪৯৬), সহীহ মুসলিম (৫০৮), সাহল বিন সা'দ হতে। আবু দাউদ (৭০৮) আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ হতে।

(৫) সহীহ বুখারী (৫১০), সহীহ মুসলিম (৫০৭), আবু জুহাইম রাঃ হতে।

(৬) আল-ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (পৃষ্ঠা: ৬৫)।

(৭) সহীহ বুখারী (৫০৯), সহীহ মুসলিম (৫০৫)।

(৮) দেখুন: আল-মাজমূ (৩/২৪৯)।

(৯) দেখুন: নায়লুল আওতার (৩/৭)।

ব্যক্তির জন্য যে তার সালাতের জন্য সুতরা গ্রহণ করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন করেছে। আর যে সুতরা স্থাপন করেনি এবং সতর্কতা অবলম্বনও করেনি তার জন্য লড়াই করা বা কঠোরভাবে বাঁধা দেয় জায়েয নেই।

তারা এ হুকুমটি সাব্যস্ত করেছেন হাদিসের প্রথম অংশে নবী সাঃ এর বাণী থেকে: (যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সুতরা রেখে।) হাদিসে ۱۳۱ শব্দটি শর্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। যেন মানুষের অতিক্রমকে বাঁধা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে মুসল্লীর সতর্কতা অবলম্বন এবং সুতরা গ্রহণের শর্তে।

আর ইমাম নববী ও শাওকানীর মতটি খুবই গ্রহণযোগ্য এবং এটি হাদিসের শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমনভাবে কোন ব্যক্তির সুতরা স্থাপন ছাড়া সালাত আদায় করা তার শৈথিল্য হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং সে শৈথিল্য প্রদর্শন করার পর তার সাজদার স্থানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার কারণে লড়াই করা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

❖ যদি মুসল্লী সুতরা গ্রহণ ব্যতীত সালাত আদায় করে তাহলে তার সামনের দূরবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে, তবে নিকবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করা হারাম।

নিকটবর্তী স্থানের সীমা হচ্ছে তার সেজদার স্থান। আর দূরবর্তী হল এর বাইরের স্থান। অর্থাৎ মুসল্লীর দাঁড়ানোর ও সাজদার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয নয়।

❖ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যদিও হারাম তবুও অতিক্রম করার কারণে সালাত নষ্ট হবে না। তবে যদি অতিক্রমকারী নারী, কালো কুকুর ও গাধা হয়; তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। দলিল: নবী সাঃ বলেছেন: (যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে তখন সুতরা হিসেবে হাওদার পিছনের কাঠের সমপরিমাণ কিছু রেখে দিবে। যদি সে হাওদার পিছনের কাঠের সমপরিমাণ কিছু না রাখে তাহলে নারী, গাধা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।)

এক ব্যক্তি আবু যার রাঃ -হাদিসের বর্ণনাকারী- কে প্রশ্ন করলেন: কালো কুকুরের কী অপরাধ, অথচ লাল ও হলুদ রংয়ের কুকুরও তো রয়েছে। তিনি

বললেন: (আমি নবী সাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: কালো কুকুর হল শয়তান।)^(১)

মহিলাদের সালাত

- ❖ পূর্বে বর্ণিত যিকির-আযকার, কোরআন তেলাওয়াত, সালাতের পদ্ধতি ও আকৃতি সকল ক্ষেত্রে নারীদের সালাত পুরুষদের মতই। সুতরাং পূর্বের সকল নারী ও পুরুষ সমান- তা সুনাত হোক বা ওয়াজিব হোক বা রুকন হোক। দলিলঃ রাসূল সাঃ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী: (নারীরা পুরুষদের মতই।)^(২)
- ❖ এর মধ্যে হতে শুধুমাত্র একটি মাসআলা আলাদা তা হল দূরত্ব না রাখা। মহিলার জন্য সুনাত হল সে আঁটোসাঁটো হয়ে সালাত আদায় করবে তথা পুরুষরা যেসব ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখে সেসব ক্ষেত্রে মহিলারা আঁটোসাঁটো হয়ে থাকবে।
ইবনু রজব রহঃ বলেনঃ “আর মহিলারা দূরত্ব রাখবে না বরং আঁটোসাঁটো হয়ে থাকবে। আর এটিই বিদ্বানদের অভিমত”।^(৩)

সমস্ত প্রসংশা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীদের প্রতি।

(১) সহীহ মুসলিম (৫১০), আবু যার রাঃ হতে।

(২) আবু দাউদ (২৪৬), তিরমিযি (১১৩)।

(৩) ফাতহুল বারী, ইবনে রজব (৭/২৪৬)।

সমাপ্ত

সূচিপত্র

ভূমিকা	৩
ওয়ুর পদ্ধতির সহজ বর্ণনা	৫
ওয়ু ভঙ্গের কারণসমূহের সহজ বর্ণনা	৯
সালাত আদায়ের পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বারোপ	১২
সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা	১২
ওয়ু করা	১২
সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করা	১৩
সালাতের জন্য নিয়ত করা	১৪
সালাত শুরু করা	১৫
তাকবীরে তাহরীমা	১৫
কিয়াম করা ও ফিরাত পাঠ করা	১৬
কিয়াম করা	১৬
কিয়ামরত অবস্থায় হাত বাঁধার স্থান	১৭
সালাতে দৃষ্টি দেয়ার স্থান	১৮
সালাত সূচনার দোয়া (ছানা)	১৮
ফিরাতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করা	২১
বিসমিল্লাহ পাঠ করা	২২
সূরা ফাতিহা পাঠ করা	২৩
চুপিসারে বা উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ	২৪
সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমীন বলা	২৫

সূরা ফাতিহার পর ভিন্ন সূরা পাঠ করা	২৬
কিরাত দীর্ঘ করা	২৮
এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার তাকবীর.....	৩১
রুকু	৩১
রুকু থেকে উঠা	৩৫
সাজদা	৩৭
সাজদা থেকে সোজা হওয়া	৪২
দ্বিতীয় রাকাত	৪৪
প্রথম তাশাহুদ	৪৪
প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠা	৪৯
সালাতের বাকী অংশ	৫০
শেষ তাশাহুদ	৫০
সালাম ফিরানো	৫২
ধীরস্থিরতা ও বিনয়-নম্রতা	৫৩
মুসল্লীর সামনে সুতরা	৫৪
মহিলাদের সালাত	৫৬